Objective Question

51 19001

অ্যারিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ অনুসারে ট্রয়পতন কাহিনির অংশবিশেষ নিয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন:

1. এউরিপিদেস
2. সোফোক্লেস
3. দিকায়তগেনুস
4. আগাথোন

অ্যারিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ অনুসারে ট্রয়পতন কাহিনির অংশবিশেষ নিয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন:

1. এউরিপিদেস
2. সোফোক্লেস
3. দিকায়তগেনুস
4. আগাথোন

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

52 19002

‘যারা চুরোট-ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
হায়-হায় করে উঠল তাদের মন।’
উপরের অংশটি ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের যে-কবিতার অন্তর্গত সেটি হল:

1. সহযাত্রী
2. অপরাধী
3. নূতন কাল
4. একজন লোক

‘যারা চুরোট-ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
হায়-হায় করে উঠল তাদের মন।’
উপরের অংশটি ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের যে-কবিতার অন্তর্গত সেটি হল:

1. সহযাত্রী
2. অপরাধী
3. নূতন কাল
4. একজন লোক

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

53 19003

‘ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে,
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,...’
উপরের পঙ্‌ক্তি দুটি ‘অচলায়তন’ নাটকের যে-গানের অন্তর্গত, সেটি হল:

1. আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
2. বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ
3. আমরা চাষ করি আনন্দে
4. আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে

‘ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে,
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,...’
উপরের পঙ্‌ক্তি দুটি ‘অচলায়তন’ নাটকের যে-গানের অন্তর্গত, সেটি হল:

1. আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
2. বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ
3. আমরা চাষ করি আনন্দে
4. আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

54 19004

‘আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে।’
‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে এই মন্তব্যটি যে-চরিত্রের, তাঁর নাম হল:

1. শ্রীবিলাস
2. জগমোহন
3. শচীশ
4. লীলানন্দ

‘আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে।’
‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে এই মন্তব্যটি যে-চরিত্রের, তাঁর নাম হল:

1. শ্রীবিলাস
2. জগমোহন
3. শচীশ
4. লীলানন্দ

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3: 3

3

A4: 4

4

Objective Question

55 19005

'রাজা হলেই রাজাসনে বসে, রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।'
'মুক্তধারা' নাটকে এই সংলাপটি যে-গানের মাঝখানে উচ্চারিত হয়, সেই গানটি হল:

1. আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
2. আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন
3. রইল বলে রাখলে কারে
4. ভুলে যাই থেকে থেকে

'রাজা হলেই রাজাসনে বসে, রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।'
'মুক্তধারা' নাটকে এই সংলাপটি যে-গানের মাঝখানে উচ্চারিত হয়, সেই গানটি হল:

1. আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
2. আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন
3. রইল বলে রাখলে কারে
4. ভুলে যাই থেকে থেকে

A1: 1

1

A2: 2

2

A3: 3

3

A4: 4

4

Objective Question

56 19006

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' অনুসারে অভিনেতারা যে-কারণে অভিনয় করেন, সেটি হল:

1. ক্রিয়াটিকে পরিস্ফুট করবার জন্য
2. চরিত্রায়ণের জন্য
3. দর্শকের মনে ভীতি ও করুণা সঞ্চারের জন্য
4. চরিত্রের অনুকরণের জন্য

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' অনুসারে অভিনেতারা যে-কারণে অভিনয় করেন, সেটি হল:

1. ক্রিয়াটিকে পরিস্ফুট করবার জন্য
2. চরিত্রায়ণের জন্য
3. দর্শকের মনে ভীতি ও করুণা সঞ্চারের জন্য
4. চরিত্রের অনুকরণের জন্য

A1: 1

1

		A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question		
57	19007	'আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি' উপরের কাব্যাংশে প্রাপ্ত সবগুলি অলংকার যে-বিকল্পে আছে, সেটি হল: 1. রূপক, অতিশয়োক্তি এবং ব্যতিরেক 2. সমাসোক্তি, রূপক এবং অপ্রস্তুত প্রশংসা 3. অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি এবং রূপক 4. সমাসোক্তি, ব্যতিরেক এবং অপ্রস্তুত প্রশংসা 'আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি' উপরের কাব্যাংশে প্রাপ্ত সবগুলি অলংকার যে-বিকল্পে আছে, সেটি হল: 1. রূপক, অতিশয়োক্তি এবং ব্যতিরেক 2. সমাসোক্তি, রূপক এবং অপ্রস্তুত প্রশংসা 3. অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি এবং রূপক 4. সমাসোক্তি, ব্যতিরেক এবং অপ্রস্তুত প্রশংসা A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question		
58	19008	'যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন, শেষ করে উঠতে ফুসরত পান নি।' 'মুক্তধারা' নাটকে উপরের সংলাপটির লক্ষ্য হল: 1. মোহনগড়ের খুড়া-মহারাজ 2. উত্তরকূটের মানুষগুলো 3. রাজপ্রহরী উদ্ধব 4. ধনঞ্জয় বৈরাগী

'যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন, শেষ করে উঠতে ফুসরত পান নি।'
'মুক্তধারা' নাটকে উপরের সংলাপটির লক্ষ্য হল:

1. মোহনগড়ের খুড়া-মহারাজ
2. উত্তরকূটের মানুষগুলো
3. রাজপ্রহরী উদ্ধব
4. ধনঞ্জয় বৈরাগী

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

59 19009 অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি' কবিতাটি তাঁর 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যগ্রন্থের যে-অংশের অন্তর্গত, তা হল:

1. প্রাথমিক
2. প্রদক্ষিণ
3. সূর্যখণ্ডিত ছায়া
4. সংসার

অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি' কবিতাটি তাঁর 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যগ্রন্থের যে-অংশের অন্তর্গত, তা হল:

1. প্রাথমিক
2. প্রদক্ষিণ
3. সূর্যখণ্ডিত ছায়া
4. সংসার

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

60 19010 কবিতা সিংহ 'আন্তিগোনে' কবিতাটি লেখেন কেয়া চক্রবর্তীর উদ্দেশে। আন্তিগোনের সঙ্গে কেয়া চক্রবর্তীর যোগাযোগের সূত্রটি হল:

1. কেয়া চক্রবর্তী 'আন্তিগোনে' নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন
2. কেয়া চক্রবর্তীর ছদ্মনাম ছিল আন্তিগোনে
3. কেয়া চক্রবর্তী আন্তিগোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন
4. কেয়া চক্রবর্তী আন্তিগোনের জীবন অবলম্বনে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন

কবিতা সিংহ 'আন্তিগোনে' কবিতাটি লেখেন কেয়া চক্রবর্তীর উদ্দেশে। আন্তিগোনের সঙ্গে কেয়া চক্রবর্তীর যোগাযোগের সূত্রটি হল:

1. কেয়া চক্রবর্তী 'আন্তিগোনে' নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন
2. কেয়া চক্রবর্তীর ছদ্মনাম ছিল আন্তিগোনে
3. কেয়া চক্রবর্তী আন্তিগোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন
4. কেয়া চক্রবর্তী আন্তিগোনের জীবন অবলম্বনে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

61 19011

বিহারীলাল চক্রবর্তীর'সাধের আসন' কাব্যের প্রথম সর্গ শেষ হচ্ছে যে-শ্লোকটি দিয়ে, তা হল:

1. যা দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
2. যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তারূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
3. যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
4. যা দেবী সর্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর'সাধের আসন' কাব্যের প্রথম সর্গ শেষ হচ্ছে যে-শ্লোকটি দিয়ে, তা হল:

1. যা দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
2. যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তারূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
3. যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
4. যা দেবী সর্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা
   নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

62 19012

		দ্রোণাচার্যের বুড়ো-আঙুল দক্ষিণা নেওয়ার প্রসঙ্গ আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-কবিতায়, সেটি হল: 1. প্রস্তাব: ১৯৪০ 2. মিছিলের মুখ 3. পাথরের ফুল 4. কাল মধুমাস দ্রোণাচার্যের বুড়ো-আঙুল দক্ষিণা নেওয়ার প্রসঙ্গ আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-কবিতায়, সেটি হল: 1. প্রস্তাব: ১৯৪০ 2. মিছিলের মুখ 3. পাথরের ফুল 4. কাল মধুমাস A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question		
63	19013	'তাহার নিমিত্তে হয় বান্ধব বিচ্ছেদ' 'পদ্মাবতী' কাব্যে 'শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন' অংশে যে-কারণটি নির্দেশ করা হয়েছে, সেটি হল: 1. মদনজ্বালা 2. ঈর্ষা 3. উদরজ্বালা 4. তৃষ্ণা 'তাহার নিমিত্তে হয় বান্ধব বিচ্ছেদ' 'পদ্মাবতী' কাব্যে 'শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন' অংশে যে-কারণটি নির্দেশ করা হয়েছে, সেটি হল: 1. মদনজ্বালা 2. ঈর্ষা 3. উদরজ্বালা 4. তৃষ্ণা A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4

Objective Question

64 19014

"_____ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নরবর।।"
কাশীদাস মহাভারতের আদিপর্ব অবলম্বনে শূন্যস্থানে যে-শব্দটি বসবে, সেটি হল:

1. কৃষ্ণবর্ণ
2. লোহিতবর্ণ
3. পীতবর্ণ
4. শ্বেতবর্ণ

"_____ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নরবর।।"
কাশীদাস মহাভারতের আদিপর্ব অবলম্বনে শূন্যস্থানে যে-শব্দটি বসবে, সেটি হল:

1. কৃষ্ণবর্ণ
2. লোহিতবর্ণ
3. পীতবর্ণ
4. শ্বেতবর্ণ

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

65 19015

'বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর।।
কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'লঙ্কাকাণ্ড' অনুসরণে এই কথাগুলি যাঁর উদ্দেশে বলা হয়েছিল, তিনি হলেন:

1. অহীরাবণ
2. মহীরাবণ
3. কালনেমি
4. তরণীসেন

'বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর।।
কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'লঙ্কাকাণ্ড' অনুসরণে এই কথাগুলি যাঁর উদ্দেশে বলা হয়েছিল, তিনি হলেন:

1. অহীরাবণ
2. মহীরাবণ
3. কালনেমি
4. তরণীসেন

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

66 19016

‘এত বলি হাসে বর্জ্য হাঁড়ির আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে।।
‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’-এর ‘আদিখণ্ড’ থেকে উদ্‌ধৃত এই অংশটিতে দত্তাত্রেয়-ভাব বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল:

1. সমাধির ভাব
2. পুত্রের ভাব
3. পিতার ভাব
4. অভিভাবকের ভাব

‘এত বলি হাসে বর্জ্য হাঁড়ির আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে।।
‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’-এর ‘আদিখণ্ড’ থেকে উদ্‌ধৃত এই অংশটিতে দত্তাত্রেয়-ভাব বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল:

1. সমাধির ভাব
2. পুত্রের ভাব
3. পিতার ভাব
4. অভিভাবকের ভাব

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

67 19017

‘_____ চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী।’
‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাস অনুসরণে শূন্যস্থানে যে-শব্দটি বসবে, সেটি হল:

1. কুমারজীর
2. পুরুষোত্তমের
3. সূরযুর
4. ছট্‌টুলালের

‘_____ চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী।’
‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাস অনুসরণে শূন্যস্থানে যে-শব্দটি বসবে, সেটি হল:

1. কুমারজীর
2. পুরুষোত্তমের
3. সূরযুর
4. ছট্‌টুলালের

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

68 19018 'নির্বাস' উপন্যাস অনুসরণে 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি'তে প্রকাশিত যে-বিষয়টি বিমলাকে আকর্ষণ করেছিল, সেটি হল:

1. ফাদার ফিলিপটের সমাজসেবার সংবাদ
2. দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের ছবি
3. রেঙ্গুন দখলের জন্য মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণের সংবাদ
4. যীশুর ক্রুশে আরোহণের ছবি

'নির্বাস' উপন্যাস অনুসরণে 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি'তে প্রকাশিত যে-বিষয়টি বিমলাকে আকর্ষণ করেছিল, সেটি হল:

1. ফাদার ফিলিপটের সমাজসেবার সংবাদ
2. দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের ছবি
3. রেঙ্গুন দখলের জন্য মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণের সংবাদ
4. যীশুর ক্রুশে আরোহণের ছবি

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

69 19019 রঘুজী ভোঁসলে যখন ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এল তখন বর্গিদের সুযোগ করে দিয়েছিল যে, 'রাধা' উপন্যাস অনুসরণে তার নাম হল:

1. খাদেম হোসেন
2. নাদের শা
3. হাফেজ খাঁ
4. মুস্তাফা খাঁ

রঘুজী ভোঁসলে যখন ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এল তখন বর্গিদের সুযোগ করে দিয়েছিল যে, 'রাধা' উপন্যাস অনুসরণে তার নাম হল:

1. খাদেম হোসেন
2. নাদের শা
3. হাফেজ খাঁ
4. মুস্তাফা খাঁ

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

70 19020

‘কী ঐশ্বয্যি, কী দব্দবা! দেশটাও চমৎকার! মা গঙ্গা দেখলে প্রাণ জুড়োয়!’
‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস অনুসরণে এখানে যে ‘দেশ’টির কথা বলা হয়েছে, সেটি হল:

1. ত্রিবেণী
2. মুকশুদাবাদ
3. নিত্যানন্দপুর
4. কলকাতা

‘কী ঐশ্বয্যি, কী দব্দবা! দেশটাও চমৎকার! মা গঙ্গা দেখলে প্রাণ জুড়োয়!’
‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস অনুসরণে এখানে যে ‘দেশ’টির কথা বলা হয়েছে, সেটি হল:

1. ত্রিবেণী
2. মুকশুদাবাদ
3. নিত্যানন্দপুর
4. কলকাতা

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

71 19021

‘সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিক পদভূমক বর্ণবৃত্ত’ – এই ছন্দ-পরিভাষাটির প্রস্তাবক হলেন:

1. তারাপদ ভট্টাচার্য
2. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
4. মোহিতলাল মজুমদার

'সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিক পদভূমক বর্ণবৃত্ত' – এই ছন্দ-পরিভাষাটির প্রস্তাবক হলেন:

1. তারাপদ ভট্টাচার্য
2. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
4. মোহিতলাল মজুমদার

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

72 19022

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'
উদ্‌ধৃত কবিতাংশটিতে যে-ধরনের মিলের দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা হল:

1. যমক
2. উপযমক
3. অর্ধযমক
4. ভঙ্গযমক

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'
উদ্‌ধৃত কবিতাংশটিতে যে-ধরনের মিলের দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা হল:

1. যমক
2. উপযমক
3. অর্ধযমক
4. ভঙ্গযমক

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

73 19023

রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ: প্রথম প্রস্তাব'-এ উল্লিখিত 'ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী' শ্লোকাংশটি যে-শাস্ত্রের বচন হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি হল:

1. ব্রহ্মপুরাণ
2. অঙ্গিরাবচন
3. ব্যাসবচন
4. হারীতস্মৃতি

রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ: প্রথম প্রস্তাব'-এ উল্লিখিত 'ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী' শ্লোকাংশটি যে-শাস্ত্রের বচন হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি হল:

1. ব্রহ্মপুরাণ
2. অঙ্গিরাবচন
3. ব্যাসবচন
4. হারীতস্মৃতি

A1: 1

1

A2: 2

2

A3: 3

3

A4: 4

4

Objective Question

74 19024

'সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত তো সেকেলে।'
উদ্ধৃত বাক্যটি যে পাঠ্য রচনা থেকে গৃহীত হয়েছে, তা হল:

1. বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি
2. মলাট-সমালোচনা
3. রামায়ণ
4. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

'সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত তো সেকেলে।'
উদ্ধৃত বাক্যটি যে পাঠ্য রচনা থেকে গৃহীত হয়েছে, তা হল:

1. বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি
2. মলাট-সমালোচনা
3. রামায়ণ
4. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

A1: 1

1

A2: 2

2

A3: 3

3

A4: 4

4

Objective Question

75 19025 'আমার জীবন' আত্মস্মৃতির উল্লেখ অনুসারে রাসসুন্দরী দাসী তাঁর হারানো নাকের বেশর ফিরে পেয়েছিলেন:

1. ৬০ বছর পরে
2. ২২ বছর পরে
3. ৪০ বছর পরে
4. ৫০ বছর পরে

'আমার জীবন' আত্মস্মৃতির উল্লেখ অনুসারে রাসসুন্দরী দাসী তাঁর হারানো নাকের বেশর ফিরে পেয়েছিলেন:

1. ৬০ বছর পরে
2. ২২ বছর পরে
3. ৪০ বছর পরে
4. ৫০ বছর পরে

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

76 19026 'সবুজ পত্র' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সংখ্যার আখ্যাপত্রে প্রকাশক হিসেবে যে-প্রেসের নামোল্লেখ ছিল, তা হল:

1. কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট প্রেস
2. চিন্তামণি প্রেস
3. সাহিত্য মন্দির প্রেস
4. কান্তিক প্রেস

'সবুজ পত্র' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সংখ্যার আখ্যাপত্রে প্রকাশক হিসেবে যে-প্রেসের নামোল্লেখ ছিল, তা হল:

1. কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট প্রেস
2. চিন্তামণি প্রেস
3. সাহিত্য মন্দির প্রেস
4. কান্তিক প্রেস

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

77 19027 বাংলা দলাদি (onset)-তে সর্বোচ্চ যতগুলি ব্যঞ্জন থাকতে পারে, সেই সংখ্যাটি হল:

1. দুই
2. তিন
3. চার
4. পাঁচ

বাংলা দলাদি (onset)-তে সর্বোচ্চ যতগুলি ব্যঞ্জন থাকতে পারে, সেই সংখ্যাটি হল:

1. দুই
2. তিন
3. চার
4. পাঁচ

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

78 19028 নিম্নলিখিত যে-বিকল্পটি বাংলা স্বরধ্বনি 'অ্যা'-এর বৈশিষ্ট্য নয়, সেটি হল:

1. নিম্ন-মধ্য এবং সম্মুখ
2. সম্মুখ এবং অর্ধ-বিবৃত
3. অর্ধ-বিবৃত এবং অকুঞ্চিত
4. নিম্ন-মধ্য এবং অর্ধ-বিবৃত

নিম্নলিখিত যে-বিকল্পটি বাংলা স্বরধ্বনি 'অ্যা'-এর বৈশিষ্ট্য নয়, সেটি হল:

1. নিম্ন-মধ্য এবং সম্মুখ
2. সম্মুখ এবং অর্ধ-বিবৃত
3. অর্ধ-বিবৃত এবং অকুঞ্চিত
4. নিম্ন-মধ্য এবং অর্ধ-বিবৃত

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

79	19029	নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে যে-শব্দটি অব্যয় নয়, সেটি হল: 1. বরঞ্চ 2. বাহ্ 3. কী 4. না নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে যে-শব্দটি অব্যয় নয়, সেটি হল: 1. বরঞ্চ 2. বাহ্ 3. কী 4. না A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question		
80	19030	অনুনাসিকতা নিম্নলিখিত সবকটি শব্দের বৈশিষ্ট্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী বিকল্পটি হল: 1. জুঁই 2. ইঁট 3. বাঁজা 4. কাঁচ অনুনাসিকতা নিম্নলিখিত সবকটি শব্দের বৈশিষ্ট্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী বিকল্পটি হল: 1. জুঁই 2. ইঁট 3. বাঁজা 4. কাঁচ A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question		
81	19031	

‘স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন _____ হয়তো বুঝিতে পারে নাই।
‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্প অনুসরণে শূন্যস্থানে যে-শব্দটি বসবে, সেটি হল:

1. গাঁয়ের লোক
2. গরিব-লোক
3. নির্বোধ লোক
4. মূর্খলোক

‘স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন _____ হয়তো বুঝিতে পারে নাই।
‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্প অনুসরণে শূন্যস্থানে যে-শব্দটি বসবে, সেটি হল:

1. গাঁয়ের লোক
2. গরিব-লোক
3. নির্বোধ লোক
4. মূর্খলোক

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

82 19032

‘শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন’
‘নিম অন্নপূর্ণা’ গল্পের এই বর্ণনায় উপমেয় বস্তুটি হল:

1. পাখীর সুডৌল উদর
2. মিত্তির বাড়ির ছোটো বউয়ের সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল
3. খেতুর মায়ের জল হাজা দষ্ট পা
4. প্রীতিলতার বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জলে প্রতিফলিত সকালের আলো

‘শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন’
‘নিম অন্নপূর্ণা’ গল্পের এই বর্ণনায় উপমেয় বস্তুটি হল:

1. পাখীর সুডৌল উদর
2. মিত্তির বাড়ির ছোটো বউয়ের সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল
3. খেতুর মায়ের জল হাজা দষ্ট পা
4. প্রীতিলতার বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জলে প্রতিফলিত সকালের আলো

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

83 19033

পাঁচুমামার বর্ণনায় 'পদিপিসির বর্মিবাক্স'-এ এক একটা পান্না ছিল:

1. পায়রার ডিমের মতো
2. মোরগের ডিমের মতো
3. হাঁসের ডিমের মতো
4. রাজহাঁসের ডিমের মতো

পাঁচুমামার বর্ণনায় 'পদিপিসির বর্মিবাক্স'-এ এক একটা পান্না ছিল:

1. পায়রার ডিমের মতো
2. মোরগের ডিমের মতো
3. হাঁসের ডিমের মতো
4. রাজহাঁসের ডিমের মতো

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

84 19034

'বাড়িটার বুড়ো বয়সের গন্ধ পর্যন্ত টের পাওয়া যায়।'
'স্বীকারোক্তি' গল্পে বর্ণিত এই বাড়িটির অবস্থান হল:

1. লর্ড সিন্‌হা রোডে
2. লালবাজারে
3. ঢাকা শহরের প্রায়ান্ধকার গলিতে
4. নামহীন জনবিরল এক লোকালয়ে

'বাড়িটার বুড়ো বয়সের গন্ধ পর্যন্ত টের পাওয়া যায়।'
'স্বীকারোক্তি' গল্পে বর্ণিত এই বাড়িটির অবস্থান হল:

1. লর্ড সিন্‌হা রোডে
2. লালবাজারে
3. ঢাকা শহরের প্রায়ান্ধকার গলিতে
4. নামহীন জনবিরল এক লোকালয়ে

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

85 19035

‘কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না?’
‘জমীদার-দর্পণ’ নাটকে এই উক্তির বক্তা- শ্রোতার ঠিক বিন্যাসটা হল:

1. মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আমিরণ
2. মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি নূরন্নেহার
3. মহারানী এলিজাবেথের প্রতি আমিরণ
4. মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আবু মোল্লা

‘কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না?’
‘জমীদার-দর্পণ’ নাটকে এই উক্তির বক্তা- শ্রোতার ঠিক বিন্যাসটা হল:

1. মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আমিরণ
2. মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি নূরন্নেহার
3. মহারানী এলিজাবেথের প্রতি আমিরণ
4. মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আবু মোল্লা

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

86 19036

‘চাঁদ বণিকের পালা’-এ লখিন্দর ও বেহুলার বাসর ঘরের নির্মাতা হলেন:

1. তারাপতি কর্মকার
2. বনমালী কর্মকার
3. ভুলু
4. তারাগতি কর্মকার

‘চাঁদ বণিকের পালা’-এ লখিন্দর ও বেহুলার বাসর ঘরের নির্মাতা হলেন:

1. তারাপতি কর্মকার
2. বনমালী কর্মকার
3. ভুলু
4. তারাগতি কর্মকার

A1 : 1

1

A2 : 2

2

			A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question			
87	19037	‘দুর্গা কেবা ? তাহে নাহি জানি শুনি – মায়ের সতিনী কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীর?’ উদ্‌ধৃত অংশটি ‘জনা’ নাটকের যে-চরিত্রের মুখে শোনা গেছে, তিনি হলেন: 1. মদনমঞ্জরী 2. জনা 3. অগ্নি 4. বিদূষক ‘দুর্গা কেবা ? তাহে নাহি জানি শুনি – মায়ের সতিনী কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীর?’ উদ্‌ধৃত অংশটি ‘জনা’ নাটকের যে-চরিত্রের মুখে শোনা গেছে, তিনি হলেন: 1. মদনমঞ্জরী 2. জনা 3. অগ্নি 4. বিদূষক	A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question			
88	19038	‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের প্রথম দৃশ্যে বেণীমাধব ‘লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে’ ইত্যাদি যে-অংশ আবৃত্তি করেন, মাইকেল মধুসূদন রচিত সেই কবিতার নাম হল: 1. যশঃ 2. আত্ম-বিলাপ 3. বঙ্গভূমির প্রতি 4. যশের মন্দির ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের প্রথম দৃশ্যে বেণীমাধব ‘লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে’ ইত্যাদি যে-অংশ আবৃত্তি করেন, মাইকেল মধুসূদন রচিত সেই কবিতার নাম হল: 1. যশঃ 2. আত্ম-বিলাপ 3. বঙ্গভূমির প্রতি 4. যশের মন্দির	

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

89 19039 'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসরণে নায়িকা যদি সর্বদাই নায়ককে নিজের আজ্ঞানুবর্তী করে রাখতে আগ্রহান্বিতা হন, তাহলে সেই নায়িকাকে বলা হয়:

1. স্বাধীনভর্তৃকা
2. মাধবী
3. সন্ততাশ্রবকেশবা
4. রসাক্রান্ত-বল্লভা

'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসরণে নায়িকা যদি সর্বদাই নায়ককে নিজের আজ্ঞানুবর্তী করে রাখতে আগ্রহান্বিতা হন, তাহলে সেই নায়িকাকে বলা হয়:

1. স্বাধীনভর্তৃকা
2. মাধবী
3. সন্ততাশ্রবকেশবা
4. রসাক্রান্ত-বল্লভা

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

90 19040 প্রাচীন যে-ভারতীয় আলংকারিক রীতিকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ না করে কবিপ্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ রূপে গ্রহণ করেন, তিনি হলেন:

1. মম্মটভট্ট
2. রুয্যক
3. কুন্তক
4. ভামহ

প্রাচীন যে-ভারতীয় আলংকারিক রীতিকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ না করে কবিপ্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ রূপে গ্রহণ করেন, তিনি হলেন:

1. মম্মটভট্ট
2. রুয্যক
3. কুন্তক
4. ভামহ

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

91 19041

বাংলা শব্দের গোত্র সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য নীচে দেওয়া হল:

A. 'গৃহিণী' তৎসম এবং 'শাঁখ' অর্ধ-তৎসম
B. 'আদাব' আরবি এবং 'আল্লা' ফারসি
C. 'দারোগা' তুর্কি এবং 'তুরুপ' ওলন্দাজ
D. 'আপেল' ইংরেজি এবং 'পেরেক' পোর্তুগিজ
E. 'কার্তুজ' ফরাসি এবং 'চিংড়ি' অস্ট্রিক

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং E
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

বাংলা শব্দের গোত্র সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য নীচে দেওয়া হল:

A. 'গৃহিণী' তৎসম এবং 'শাঁখ' অর্ধ-তৎসম
B. 'আদাব' আরবি এবং 'আল্লা' ফারসি
C. 'দারোগা' তুর্কি এবং 'তুরুপ' ওলন্দাজ
D. 'আপেল' ইংরেজি এবং 'পেরেক' পোর্তুগিজ
E. 'কার্তুজ' ফরাসি এবং 'চিংড়ি' অস্ট্রিক

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং E
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

		A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question		
92	19042	যৌগিক ক্রিয়া সম্পর্কে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল: A. একাধিক পদ দ্বারা গঠিত B. প্রথম পদটি অসমাপিকা C. প্রথম পদটি সমাপিকা D. পূর্বপদের অর্থপ্রাধান্য E. আধুনিক বাংলার ক্রিয়ারূপে লিঙ্গের প্রভাব বিদ্যমান প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল: 1. A, B এবং D 2. A, C এবং E 3. B, D এবং E 4. A, C এবং D যৌগিক ক্রিয়া সম্পর্কে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল: A. একাধিক পদ দ্বারা গঠিত B. প্রথম পদটি অসমাপিকা C. প্রথম পদটি সমাপিকা D. পূর্বপদের অর্থপ্রাধান্য E. আধুনিক বাংলার ক্রিয়ারূপে লিঙ্গের প্রভাব বিদ্যমান প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল: 1. A, B এবং D 2. A, C এবং E 3. B, D এবং E 4. A, C এবং D A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4
Objective Question		
93	19043	

নীচে 'গিরগিটি' গল্প অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. মায়ার কাছে নির্জন কুয়োতলার মতো ডুমুর গাছ আর পেঁপের জঙ্গলটাও এবাড়ির একটা সম্পদ।
B. মায়া এবং প্রণবের বিবাহিত জীবনের বয়স দু'বছর।
C. কুয়োতলার মাটি, লম্বা ঘাস, ঘাসের ফাঁকে চিকচিকে জল কাদা আর অগুন্তি কিলবিলে মশার বাচ্চা দেখতে মায়ার গা ঘিনঘিন করে।
D. রান্নাঘরের পিছনের ছোট্ট ঘাস, লতা আগাছার জঙ্গলটাকে মায়া মনে করে সম্পূর্ণরূপে তার নিজের।
E. ভুবন সরকারের ঘরের টেবিলফ্যানটার দুটো ব্লেডই ভাঙা, একটাই মাত্র আস্ত আছে।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, D এবং E
3. C, D এবং E
4. A, B এবং D

নীচে 'গিরগিটি' গল্প অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. মায়ার কাছে নির্জন কুয়োতলার মতো ডুমুর গাছ আর পেঁপের জঙ্গলটাও এবাড়ির একটা সম্পদ।
B. মায়া এবং প্রণবের বিবাহিত জীবনের বয়স দু'বছর।
C. কুয়োতলার মাটি, লম্বা ঘাস, ঘাসের ফাঁকে চিকচিকে জল কাদা আর অগুন্তি কিলবিলে মশার বাচ্চা দেখতে মায়ার গা ঘিনঘিন করে।
D. রান্নাঘরের পিছনের ছোট্ট ঘাস, লতা আগাছার জঙ্গলটাকে মায়া মনে করে সম্পূর্ণরূপে তার নিজের।
E. ভুবন সরকারের ঘরের টেবিলফ্যানটার দুটো ব্লেডই ভাঙা, একটাই মাত্র আস্ত আছে।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, D এবং E
3. C, D এবং E
4. A, B এবং D

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

94 19044

নীচে 'সুন্দরম্' গল্প অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালনের অন্যতম অঙ্গ ছিল নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে যোগশাস্ত্রের দীপিকা পাঠ।
B. গল্পে প্রথম যখন তুলসীকে দেখা গেছে তখন তার পরনে ছিল একটা খাটো, নোংরা ছেঁড়া শাড়ি আর হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।
C. কৈলাস ডাক্তার জানতেন লাসের ছাল ছাড়ানোর পর আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রালের পার্থক্য বোঝা যায় না।
D. যে মেয়েটিকে দেখে রাণু বলেছিল – 'এ নিশ্চয় রাক্ষসগণ', তার নাম মমতা।
E. সুকুমারের জন্য যে পাত্রীটিকে সুকুমারসহ সকলের পছন্দ হয়েছিল, গল্পে তার নাম নেই।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, C এবং E

নীচে 'সুন্দরম্' গল্প অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালনের অন্যতম অঙ্গ ছিল নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে যোগশাস্ত্রের দীপিকা পাঠ।
B. গল্পে প্রথম যখন তুলসীকে দেখা গেছে তখন তার পরনে ছিল একটা খাটো, নোংরা ছেঁড়া শাড়ি আর হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।
C. কৈলাস ডাক্তার জানতেন লাসের ছাল ছাড়ানোর পর আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রালের পার্থক্য বোঝা যায় না।
D. যে মেয়েটিকে দেখে রাণু বলেছিল – 'এ নিশ্চয় রাক্ষসগণ', তার নাম মমতা।
E. সুকুমারের জন্য যে পাত্রীটিকে সুকুমারসহ সকলের পছন্দ হয়েছিল, গল্পে তার নাম নেই।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, C এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

95 19045

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধ অনুসরণ করে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য নীচে দেওয়া হল:

A. কালিদাসের বর্ণনা এশিয়াময়। সিংহলদ্বীপ থেকে শুরু করে কৈলাসপর্বত পর্যন্ত সে বর্ণনা দূর থেকে দেখা অনুজ্জ্বল ছবির মতো হলে তা খুবই মনোহারী।
B. কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময়, সব সুখময় বলে তা পড়লে মনে একরকম শান্তির ক্লান্তি জন্মায়।
C. কালিদাস যেন সাঙ্খ্যমতের পুরুষ, নির্লিপ্ত বসে বসে তিনি যেন প্রকৃতির রঙ্গ দেখিয়ে যান।
D. কালিদাসের সমাজ যেন মনুর সময় হতে একভাবে চলে আসছে। তার চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি।
E. কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে উপদেশাত্মক বাণী-বিতরণে তিনি নিস্পৃহ।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধ অনুসরণ করে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য নীচে দেওয়া হল:

A. কালিদাসের বর্ণনা এশিয়াময়। সিংহলদ্বীপ থেকে শুরু করে কৈলাসপর্বত পর্যন্ত সে বর্ণনা দূর থেকে দেখা অনুজ্জ্বল ছবির মতো হলে তা খুবই মনোহারী।
B. কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময়, সব সুখময় বলে তা পড়লে মনে একরকম শান্তির ক্লান্তি জন্মায়।
C. কালিদাস যেন সাঙ্খ্যমতের পুরুষ, নির্লিপ্ত বসে বসে তিনি যেন প্রকৃতির রঙ্গ দেখিয়ে যান।
D. কালিদাসের সমাজ যেন মনুর সময় হতে একভাবে চলে আসছে। তার চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি।
E. কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে উপদেশাত্মক বাণী-বিতরণে তিনি নিস্পৃহ।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

96 19046

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'মালোর পুত, বড় বাঁচানটাই আজ বাঁচাইলা,' এ-কথা বলেছিল ছাদির।
B. 'আল্লা বড় বাঁচান বাঁচাইছে আইজ।' কাদির এ-কথা তার ছেলেকে বলেছিল।
C. জোবেদ আলী হিসাবি লোক, কাউকে এক পয়সা ঠকায় না।
D. 'মালোগুষ্টি সুখে আছে, মরছি আমরা চাষারা।' – এ-কথা বলেছিল বাহারুল্লা।
E. 'এই জীবনে কত বউরূপীরে নাচাইলাম।' – নিজামত মুহুরীর উক্তি।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, D এবং E
3. B, C এবং D
4. A, B এবং D

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'মালোর পুত, বড় বাঁচানটাই আজ বাঁচাইলা,' এ-কথা বলেছিল ছাদির।
B. 'আল্লা বড় বাঁচান বাঁচাইছে আইজ।' কাদির এ-কথা তার ছেলেকে বলেছিল।
C. জোবেদ আলী হিসাবি লোক, কাউকে এক পয়সা ঠকায় না।
D. 'মালোগুষ্টি সুখে আছে, মরছি আমরা চাষারা।' – এ-কথা বলেছিল বাহারুল্লা।
E. 'এই জীবনে কত বউরূপীরে নাচাইলাম।' – নিজামত মুহুরীর উক্তি।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, D এবং E
3. B, C এবং D
4. A, B এবং D

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

97 19047

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি অনুসরণ করে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. সৌরমণ্ডলের বাইরে সৌরমণ্ডলের কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর না হতেও পারে। যদি তাই-ই হয় তবে তাকেও বলতে হবে এক প্রাকৃতিক নিয়ম।
B. ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও যদি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে তবে বুঝতে হবে জগৎ আদৌ 'নিয়মের রাজত্ব' নয়।
C. আমাদের চেনাজানা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার বিশ্বসংসারে কখনোই ঘটতে পারে না। তার কোনো সম্ভাবনাই নেই।
D. সূর্য যদি কাল থেকে পশ্চিমেই ওঠে তবে তাকে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই স্বীকার করে নিতে হবে, যদিও তার সম্ভাবনা হয়তো খুব কম।
E. নিয়মের শাসনে জগৎযন্ত্র চলছে মনে করে একজন অতিপ্রাকৃত শাস্তার, একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করবার অধিকার নেই মানুষের।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. A, D এবং E
3. B, C এবং D
4. B, C এবং E

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি অনুসরণ করে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. সৌরমণ্ডলের বাইরে সৌরমণ্ডলের কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর না হতেও পারে। যদি তাই-ই হয় তবে তাকেও বলতে হবে এক প্রাকৃতিক নিয়ম।
B. ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও যদি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে তবে বুঝতে হবে জগৎ আদৌ 'নিয়মের রাজত্ব' নয়।
C. আমাদের চেনাজানা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার বিশ্বসংসারে কখনোই ঘটতে পারে না। তার কোনো সম্ভাবনাই নেই।
D. সূর্য যদি কাল থেকে পশ্চিমেই ওঠে তবে তাকে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই স্বীকার করে নিতে হবে, যদিও তার সম্ভাবনা হয়তো খুব কম।
E. নিয়মের শাসনে জগৎযন্ত্র চলছে মনে করে একজন অতিপ্রাকৃত শাস্তার, একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করবার অধিকার নেই মানুষের।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. A, D এবং E
3. B, C এবং D
4. B, C এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

98 19048

অ্যারিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থ থেকে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. উপকাহিনিতে ভরা কাহিনি নিকৃষ্ট হলেও ভালো কবিরা তেমন কাব্য লিখতে কখনো কখনো বাধ্য হন।
B. ‘অভিপ্রায়’ সম্পর্কে অ্যারিস্টটল ‘পোয়েটিক্স’-এ বিশদে আলোচনা করেছেন, কারণ তাঁর চেতনায় ‘অভিপ্রায়’ নাট্যকলার অন্তর্গত।
C. যে-সব কবিরা সহানুভূতিশীল, তাঁরা ভাবগ্রাহী এবং যাঁরা ভাবোন্মাদ, তাঁরা উদ্‌বুদ্ধ।
D. বৈচিত্র্যহীনতা ট্রাজেডির অসফলতার একটি কারণ।
E. কবিতায় কবি যখন উত্তমপুরুষে কথা বলেন তখন তিনি অনুকারক নন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. B, C এবং E
3. A, D এবং E
4. C, D এবং E

অ্যারিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থ থেকে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. উপকাহিনিতে ভরা কাহিনি নিকৃষ্ট হলেও ভালো কবিরা তেমন কাব্য লিখতে কখনো কখনো বাধ্য হন।
B. ‘অভিপ্রায়’ সম্পর্কে অ্যারিস্টটল ‘পোয়েটিক্স’-এ বিশদে আলোচনা করেছেন, কারণ তাঁর চেতনায় ‘অভিপ্রায়’ নাট্যকলার অন্তর্গত।
C. যে-সব কবিরা সহানুভূতিশীল, তাঁরা ভাবগ্রাহী এবং যাঁরা ভাবোন্মাদ, তাঁরা উদ্‌বুদ্ধ।
D. বৈচিত্র্যহীনতা ট্রাজেডির অসফলতার একটি কারণ।
E. কবিতায় কবি যখন উত্তমপুরুষে কথা বলেন তখন তিনি অনুকারক নন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. B, C এবং E
3. A, D এবং E
4. C, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

99 19049

নীচে 'জীবনস্মৃতি' অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্‌টেনডেন্ট ছিলেন ব্রজবাবু।
B. জ্যোতিদাদার চন্দননগরের বাড়িতে একটি চাকভাঙা বোলতার দল রবীন্দ্রনাথের ঘরের অংশী ছিল।
C. ডেভনশিয়রে টর্কিনগর থেকে রবীন্দ্রনাথকে ডাক দিয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী।
D. ব্রাইটনে যে-বিখ্যাত গায়িকার গান রবীন্দ্রনাথ শুনতে গিয়েছিলেন, তার নাম সম্ভবত মাদাম নীলসন বা মাদাম আল্‌বানী ছিল।
E. রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরে পাঠক মহলে তা একেবারে আদর পায়নি এমন নয়।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং E
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

নীচে 'জীবনস্মৃতি' অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্‌টেনডেন্ট ছিলেন ব্রজবাবু।
B. জ্যোতিদাদার চন্দননগরের বাড়িতে একটি চাকভাঙা বোলতার দল রবীন্দ্রনাথের ঘরের অংশী ছিল।
C. ডেভনশিয়রে টর্কিনগর থেকে রবীন্দ্রনাথকে ডাক দিয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী।
D. ব্রাইটনে যে-বিখ্যাত গায়িকার গান রবীন্দ্রনাথ শুনতে গিয়েছিলেন, তার নাম সম্ভবত মাদাম নীলসন বা মাদাম আল্‌বানী ছিল।
E. রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরে পাঠক মহলে তা একেবারে আদর পায়নি এমন নয়।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং E
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

100 19050

নীচে কাব্যালংকার সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. বিষয়ের অপহ্নব করে তার উপর বিষয়ীর অভেদ আরোপ করলে রূপক অলংকার হয়।
B. উক্তনিমিত্তা এবং অনুক্তনিমিত্তা বিভাবনার দুটি ভাগ।
C. আরোপের প্রশ্ন থাকায় উপমাশ্রেণির শীর্ষস্থানীয় অলংকারের নাম অতিশয়োক্তি অলংকার।
D. স্বভাবোক্তি অলংকার সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে পড়ে না।
E. শব্দালংকার হলেও কাকুবক্রোক্তি শব্দের চেয়ে কণ্ঠের ভঙ্গির উপর বেশি নির্ভর করে।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং E
2. B, C এবং D
3. B, D এবং E
4. A, B এবং D

নীচে কাব্যালংকার সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. বিষয়ের অপহ্নব করে তার উপর বিষয়ীর অভেদ আরোপ করলে রূপক অলংকার হয়।
B. উক্তনিমিত্তা এবং অনুক্তনিমিত্তা বিভাবনার দুটি ভাগ।
C. আরোপের প্রশ্ন থাকায় উপমাশ্রেণির শীর্ষস্থানীয় অলংকারের নাম অতিশয়োক্তি অলংকার।
D. স্বভাবোক্তি অলংকার সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে পড়ে না।
E. শব্দালংকার হলেও কাকুবক্রোক্তি শব্দের চেয়ে কণ্ঠের ভঙ্গির উপর বেশি নির্ভর করে।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং E
2. B, C এবং D
3. B, D এবং E
4. A, B এবং D

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

101 19051

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' বইটি অনুসরণ করে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. দুটি দল বা দলগুচ্ছের সব স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির যথানুক্রমিক শ্রুতিসাম্যের পারিভাষিক নাম যমক।
B. কয়েকটি পদে বা পঙ্‌ক্তিতে যখন ধারাবাহিকভাবে একই মিল থাকে, তখন মাঝে-মাঝে একটি মিল ছেড়ে দেওয়া হয়। এ-রকম মিলছুট পদ বা পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় উপযমক।
C. গানের তালরক্ষায় ফাঁকের যে কাজ, ছন্দের মিলরক্ষায় উপযমকের সেই কাজ।
D. 'শলাকা-বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী।' – এই দৃষ্টান্তে 'সিদ্ধ-ষিদ্ধ' যথার্থ মিল নয়, কারণ প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নতা অর্থাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য।
E. মিলের ধ্বনিকে নাচিয়ে বা বাজিয়ে তোলবার সুযোগ কলাবৃত্ত রীতিতেই বেশি পাওয়া যায়।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' বইটি অনুসরণ করে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. দুটি দল বা দলগুচ্ছের সব স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির যথানুক্রমিক শ্রুতিসাম্যের পারিভাষিক নাম যমক।
B. কয়েকটি পদে বা পঙ্‌ক্তিতে যখন ধারাবাহিকভাবে একই মিল থাকে, তখন মাঝে-মাঝে একটি মিল ছেড়ে দেওয়া হয়। এ-রকম মিলছুট পদ বা পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় উপযমক।
C. গানের তালরক্ষায় ফাঁকের যে কাজ, ছন্দের মিলরক্ষায় উপযমকের সেই কাজ।
D. 'শলাকা-বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী।' – এই দৃষ্টান্তে 'সিদ্ধ-ষিদ্ধ' যথার্থ মিল নয়, কারণ প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নতা অর্থাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য।
E. মিলের ধ্বনিকে নাচিয়ে বা বাজিয়ে তোলবার সুযোগ কলাবৃত্ত রীতিতেই বেশি পাওয়া যায়।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

102 19052

নীচে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যেও স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির অভাব কখনো কখনো লক্ষ করা যায়।
B. বাংলা ভাষার একতারাকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে একটি একটি করে তার যোজনা করে সেতারে পরিণত করেন।
C. বঙ্কিমের প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না।
D. একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করে একটি শ্লোকে বীভৎস রসের প্রয়োগ করলে বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করেন।
E. বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসকে আদিরসের এলাকা থেকে বের করে আনেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং E
2. B, D এবং E
3. A, B এবং D
4. B, C এবং D

নীচে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যেও স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির অভাব কখনো কখনো লক্ষ করা যায়।
B. বাংলা ভাষার একতারাকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে একটি একটি করে তার যোজনা করে সেতারে পরিণত করেন।
C. বঙ্কিমের প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না।
D. একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করে একটি শ্লোকে বীভৎস রসের প্রয়োগ করলে বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করেন।
E. বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসকে আদিরসের এলাকা থেকে বের করে আনেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং E
2. B, D এবং E
3. A, B এবং D
4. B, C এবং D

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

103 19053

নীচে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাস অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'আমার মেয়ে কী চিড়িয়া নাকি যে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখবে?' – বলেছিল রবিয়ার বউ।
B. নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হল্লার সময় বিলসন সাহেবের কাটা মাথা পাওয়া গিয়েছিল থানার বারান্দায়।
C. একটা কাকের আর একটা কাকের মুখে খাবার গুঁজে দেওয়ার দৃশ্য দেখা, সাগিয়ার মতে ঘরে অতিথি আসার লক্ষণ।
D. বাবুসাহেবের নাতি গত বছর তার ঠাকুমার বালিস কেটে উনিশ টাকা বের করেছিল।
E. ক্রান্তিদলের নির্দেশ মান্য করেই ঢোঁড়াই মোসম্মতের বাড়িতে খেয়েছিল, কিন্তু শোয়নি।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. C, D এবং E
3. B, C এবং E
4. A, B এবং D

নীচে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাস অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'আমার মেয়ে কী চিড়িয়া নাকি যে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখবে?' – বলেছিল রবিয়ার বউ।
B. নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হল্লার সময় বিলসন সাহেবের কাটা মাথা পাওয়া গিয়েছিল থানার বারান্দায়।
C. একটা কাকের আর একটা কাকের মুখে খাবার গুঁজে দেওয়ার দৃশ্য দেখা, সাগিয়ার মতে ঘরে অতিথি আসার লক্ষণ।
D. বাবুসাহেবের নাতি গত বছর তার ঠাকুমার বালিস কেটে উনিশ টাকা বের করেছিল।
E. ক্রান্তিদলের নির্দেশ মান্য করেই ঢোঁড়াই মোসম্মতের বাড়িতে খেয়েছিল, কিন্তু শোয়নি।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. C, D এবং E
3. B, C এবং E
4. A, B এবং D

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

104 19054

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. দৈবজ্ঞর গণনা অনুযায়ী শ্রবণাফাল্গুনীতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা নিষেধ ছিল।
B. 'চলিলেন সদাগর দুঃখে কুতূহলী/ বামে করিবর দেখে দক্ষিণে শৃগালী।' – ধনপতির যাত্রাপথে করিবর ও শৃগালী দর্শনের কথা বলেছিলেন কবি।
C. 'জিনিয়া রবির ছটা/ কপালে সিন্দুর ফোঁটা/ অধর জিনিঞা জবা ফুল' – কবি কমলেকামিনীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-কথা বলেছিলেন।
D. ধনপতির পিতা জয়পতির গোত্র দুর্বাঋষি ও মাতামহ সোমচন্দের গোত্র কৌসিকি।
E. যে-যুদ্ধে 'চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ডবাণে', সেই যুদ্ধে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়েছিলেন বৈষ্ণবী এবং সিঙ্গা বাজিয়েছিলেন শাম্ভবী।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, D এবং E
2. A, C এবং D
3. B, C এবং E
4. C, D এবং E

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. দৈবজ্ঞর গণনা অনুযায়ী শ্রবণাফাল্গুনীতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা নিষেধ ছিল।
B. 'চলিলেন সদাগর দুঃখে কুতূহলী/ বামে করিবর দেখে দক্ষিণে শৃগালী।' – ধনপতির যাত্রাপথে করিবর ও শৃগালী দর্শনের কথা বলেছিলেন কবি।
C. 'জিনিয়া রবির ছটা/ কপালে সিন্দুর ফোঁটা/ অধর জিনিঞা জবা ফুল' – কবি কমলেকামিনীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-কথা বলেছিলেন।
D. ধনপতির পিতা জয়পতির গোত্র দুর্বাঋষি ও মাতামহ সোমচন্দের গোত্র কৌসিকি।
E. যে-যুদ্ধে 'চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ডবাণে', সেই যুদ্ধে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়েছিলেন বৈষ্ণবী এবং সিঙ্গা বাজিয়েছিলেন শাম্ভবী।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, D এবং E
2. A, C এবং D
3. B, C এবং E
4. C, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

105 19055

নীচে বৈষ্ণব পদাবলি অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'নয়নের জলে বহয়ে নদী।/ চাহিতে চাহিতে হরিল বুধী।। ' – এটি বিরহিণী রাধিকার বর্ণনা।
B. 'কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর/ রহই না পারই গেল'। – 'অভিসার' পর্যায়ের এই পদটি গোবিন্দদাসের।
C. ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি' – এই প্রবোধবাক্য রাধিকার প্রতি বিদ্যাপতির।
D. 'আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি জানলো' – এটি কলহান্তরিতা পর্যায়ের পদ।
E. 'পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া' পদে রাধার কাছে 'গুরুজন জালা'র উপমা 'জলের শিহালা'।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, B এবং E

নীচে বৈষ্ণব পদাবলি অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'নয়নের জলে বহয়ে নদী।/ চাহিতে চাহিতে হরিল বুধী।। ' – এটি বিরহিণী রাধিকার বর্ণনা।
B. 'কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর/ রহই না পারই গেল'। – 'অভিসার' পর্যায়ের এই পদটি গোবিন্দদাসের।
C. ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি' – এই প্রবোধবাক্য রাধিকার প্রতি বিদ্যাপতির।
D. 'আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি জানলো' – এটি কলহান্তরিতা পর্যায়ের পদ।
E. 'পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া' পদে রাধার কাছে 'গুরুজন জালা'র উপমা 'জলের শিহালা'।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, B এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

106 19056

নীচে চর্যা সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. চর্যার পুথিতে পাতার কোনো অঙ্ক সংখ্যা দেওয়া নেই।
B. ৪১ সংখ্যক গানের চতুর্থ পদে চিত্তের ভ্রান্তির যে-দৃষ্টান্তগুলি আছে সেগুলি অনস্তিত্বের অস্তিত্ব কল্পনামূলক।
C. সরহপাদ নিজেকে 'অচিন্ত-জোই' বলে অভিহিত করেছেন ২২ সংখ্যক চর্যাগানে।
D. চর্যার পুথিতে প্রথম গানে রাগনামের উল্লেখ আছে, গানের শেষে সংস্কৃত টীকার আগে।
E. 'মাঅ মারিয়া কাহ্ন ভইল কবালী' – এই পঙ্‌ক্তিটি আছে ১০ সংখ্যক চর্যাগানে।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

নীচে চর্যা সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. চর্যার পুথিতে পাতার কোনো অঙ্ক সংখ্যা দেওয়া নেই।
B. ৪১ সংখ্যক গানের চতুর্থ পদে চিত্তের ভ্রান্তির যে-দৃষ্টান্তগুলি আছে সেগুলি অনস্তিত্বের অস্তিত্ব কল্পনামূলক।
C. সরহপাদ নিজেকে 'অচিন্ত-জোই' বলে অভিহিত করেছেন ২২ সংখ্যক চর্যাগানে।
D. চর্যার পুথিতে প্রথম গানে রাগনামের উল্লেখ আছে, গানের শেষে সংস্কৃত টীকার আগে।
E. 'মাঅ মারিয়া কাহ্ন ভইল কবালী' – এই পঙ্‌ক্তিটি আছে ১০ সংখ্যক চর্যাগানে।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

107 19057

নীচে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. রামদাস সেন এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধ লেখক।
B. 'বঙ্গদর্শন' ছিল আসলে বিতর্কমূলক ও নীতিমূলক পত্রিকা।
C. বঙ্কিম-সুহৃদ্ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক।
D. বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন'-এ ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি যে-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁকে দিয়ে সেই বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ লেখাতেন।
E. বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত রচনার লেখকদের নাম অনুল্লিখিত থাকত।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং D
2. A, D এবং E
3. B, C এবং D
4. B, C এবং E

নীচে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. রামদাস সেন এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধ লেখক।
B. 'বঙ্গদর্শন' ছিল আসলে বিতর্কমূলক ও নীতিমূলক পত্রিকা।
C. বঙ্কিম-সুহৃদ্ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক।
D. বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন'-এ ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি যে-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁকে দিয়ে সেই বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ লেখাতেন।
E. বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত রচনার লেখকদের নাম অনুল্লিখিত থাকত।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং D
2. A, D এবং E
3. B, C এবং D
4. B, C এবং E

		A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4

Objective Question

108	19058	নীচে 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নায়িকাভেদ প্রকরণ অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল: A. নায়িকাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদ হয় নায়িকার মানের আধিক্য ও অল্পতার নিরিখে। B. মধ্যা নায়িকা মান বিষয়ে কখনো খুব মৃদু কখনো বা কঠিন। C. প্রভাতে চন্দ্রাবলীর ভোগ-চিহ্ন ধারণকারী কৃষ্ণকে দেখে রাধা যখন রূঢ় আচরণ না করে শুধু পরিহাসের সঙ্গে বক্রোক্তি করেন তখন তাঁর মধ্যে ধীর-মধ্যা নায়িকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। D. মান অবস্থায় মুগ্ধা নায়িকাও তিন প্রকার – ধীর-মুগ্ধা, ধীরাধীর মুগ্ধা এবং অধীর মুগ্ধা। E. সামান্যা নায়িকার ক্ষেত্রে শৃঙ্গারাভাস মাত্র হয়, প্রকৃত শৃঙ্গাররসের পুষ্টি হয় না। প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল: 1. A, B এবং C 2. B, C এবং E 3. A, D এবং E 4. C, D এবং E নীচে 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নায়িকাভেদ প্রকরণ অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল: A. নায়িকাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদ হয় নায়িকার মানের আধিক্য ও অল্পতার নিরিখে। B. মধ্যা নায়িকা মান বিষয়ে কখনো খুব মৃদু কখনো বা কঠিন। C. প্রভাতে চন্দ্রাবলীর ভোগ-চিহ্ন ধারণকারী কৃষ্ণকে দেখে রাধা যখন রূঢ় আচরণ না করে শুধু পরিহাসের সঙ্গে বক্রোক্তি করেন তখন তাঁর মধ্যে ধীর-মধ্যা নায়িকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। D. মান অবস্থায় মুগ্ধা নায়িকাও তিন প্রকার – ধীর-মুগ্ধা, ধীরাধীর মুগ্ধা এবং অধীর মুগ্ধা। E. সামান্যা নায়িকার ক্ষেত্রে শৃঙ্গারাভাস মাত্র হয়, প্রকৃত শৃঙ্গাররসের পুষ্টি হয় না। প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল: 1. A, B এবং C 2. B, C এবং E 3. A, D এবং E 4. C, D এবং E
		A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4

Objective Question

109	19059	

নীচে 'চাঁদ বণিকের পালা' সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. গত্বরা, গামিনী, সর্ববাতসহা সনকার সখীদের নাম।
B. লখীন্দর চম্পকনগরীর কিছু মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে কারণ তারা সনকার নামে কুৎসা করেছিল।
C. বল্লভ আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য যে-ছেলেটিকে বাঁচাতে প্রাণ দেয়, সে ছিল জন্মাবধি রুগ্ন-জড়বুদ্ধি।
D. উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারায় বিষগ্রস্ত চাঁদের ছয় ছেলেকে বাঁচাতে আসে না কোনো ওঝা।
E. অভাবের তাড়নায় চাঁদের প্রাণের ধন গুয়াবাড়ি বেণীনন্দনের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় সনকা।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. B, C এবং D
3. A, D এবং E
4. B, C এবং E

নীচে 'চাঁদ বণিকের পালা' সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. গত্বরা, গামিনী, সর্ববাতসহা সনকার সখীদের নাম।
B. লখীন্দর চম্পকনগরীর কিছু মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে কারণ তারা সনকার নামে কুৎসা করেছিল।
C. বল্লভ আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য যে-ছেলেটিকে বাঁচাতে প্রাণ দেয়, সে ছিল জন্মাবধি রুগ্ন-জড়বুদ্ধি।
D. উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারায় বিষগ্রস্ত চাঁদের ছয় ছেলেকে বাঁচাতে আসে না কোনো ওঝা।
E. অভাবের তাড়নায় চাঁদের প্রাণের ধন গুয়াবাড়ি বেণীনন্দনের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় সনকা।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. B, C এবং D
3. A, D এবং E
4. B, C এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

110 19060

'টিনের তলোয়ার' নাটক অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'দেশপ্রেম ! ইঃ ! টিনের তলোয়ার নিয়ে গোরা সৈন্যের সঙ্গে লড়বেন!' – এই সংলাপ প্রিয়নাথের।
B. মানদাসুন্দরী 'নীলদর্পণ' নাটকে ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
C. 'থেটার মানে ভেবেছিলেম অং মাখ্‌বো, সুন্দর একটু সাজবো, একটু হাঁটবো ফিরবো। এ যে শালা ইস্কুলের মতন !' – এই সংলাপ ময়নার।
D. ময়না বেণীমাধবকে ডি-শার্পে গান গেয়ে শুনিয়েছিল।
E. বসুন্ধরাকে দিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মধুসূদনের কবিতা আবৃত্তি করাতেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. C, D এবং E
2. A, B এবং C
3. B, C এবং D
4. A, B এবং E

'টিনের তলোয়ার' নাটক অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'দেশপ্রেম ! ইঃ ! টিনের তলোয়ার নিয়ে গোরা সৈন্যের সঙ্গে লড়বেন!' – এই সংলাপ প্রিয়নাথের।
B. মানদাসুন্দরী 'নীলদর্পণ' নাটকে ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
C. 'থেটার মানে ভেবেছিলেম অং মাখ্‌বো, সুন্দর একটু সাজবো, একটু হাঁটবো ফিরবো। এ যে শালা ইস্কুলের মতন !' – এই সংলাপ ময়নার।
D. ময়না বেণীমাধবকে ডি-শার্পে গান গেয়ে শুনিয়েছিল।
E. বসুন্ধরাকে দিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মধুসূদনের কবিতা আবৃত্তি করাতেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. C, D এবং E
2. A, B এবং C
3. B, C এবং D
4. A, B এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

111 19061

নীচে 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্যে এল?' – এ-কথা বলেছে কালীনাথ।
B. বুদ্ধিমান সেনাপতি ও তার দুর্গে রসদ সংগ্রহের কৌশলের কথা বলেছে নবকুমার।
C. জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অধিবেশন হয় প্রতি শনিবার।
D. এই প্রহসনে যে ইংরেজি ব্যাকরণবিদের উল্লেখ আছে, তাঁর নাম পেন্ডেল বেরি।
E. 'একেই কি বলে সভ্যতা?' – এই প্রশ্ন করেছে হরকামিনী।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং E
2. A, B এবং E
3. B, C এবং D
4. B, D এবং E

নীচে 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্যে এল?' – এ-কথা বলেছে কালীনাথ।
B. বুদ্ধিমান সেনাপতি ও তার দুর্গে রসদ সংগ্রহের কৌশলের কথা বলেছে নবকুমার।
C. জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অধিবেশন হয় প্রতি শনিবার।
D. এই প্রহসনে যে ইংরেজি ব্যাকরণবিদের উল্লেখ আছে, তাঁর নাম পেন্ডেল বেরি।
E. 'একেই কি বলে সভ্যতা?' – এই প্রশ্ন করেছে হরকামিনী।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং E
2. A, B এবং E
3. B, C এবং D
4. B, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

112 19062

নীচে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'প্রবাসী' এবং 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার ইঙ্গিত আছে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায়।
B. অশোক, পলাশ, রঙ্গন, শিউলি ফুলের ইঙ্গিত আছে 'পূজারিণী' কবিতায়।
C. ছেঁড়া মাদুর, প্রদীপ-জ্বালা কুটিরের ছবি আছে 'সর্বহারা' কবিতায়।
D. 'অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই, / দানব দৈত্য তবু মরে নাই।' – এ-কথা বলা হয়েছে 'সব্যসাচী' কবিতায়।
E. বেগুন-পোড়ার ব্যঙ্গাত্মক উল্লেখ আছে 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' কবিতায়।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. A, C এবং D
3. B, D এবং E
4. C, D এবং E

নীচে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'প্রবাসী' এবং 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার ইঙ্গিত আছে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায়।
B. অশোক, পলাশ, রঙ্গন, শিউলি ফুলের ইঙ্গিত আছে 'পূজারিণী' কবিতায়।
C. ছেঁড়া মাদুর, প্রদীপ-জ্বালা কুটিরের ছবি আছে 'সর্বহারা' কবিতায়।
D. 'অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই, / দানব দৈত্য তবু মরে নাই।' – এ-কথা বলা হয়েছে 'সব্যসাচী' কবিতায়।
E. বেগুন-পোড়ার ব্যঙ্গাত্মক উল্লেখ আছে 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' কবিতায়।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. A, C এবং D
3. B, D এবং E
4. C, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

113 19063

নীচে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-র প্রথম সর্গে জানকীকে ‘পাবক-শিখা-রূপিণী’ বলে উল্লেখ করেছেন রাবণ।
B. ‘কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,/ কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?’ – এখানে বক্তা ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন যথাক্রমে ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণ।
C. ‘পর্বত-গৃহ ছাড়ি/ বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,/ কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?’ – এ-কথা বলেছিলেন প্রমীলা।
D. ‘কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,/ এ বঙ্গের অলঙ্কার।’ মন্তব্যটি আছে কাব্যের প্রথম সর্গে।
E. ‘কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা/ সীমন্তে; - এখানে সরমা সীতাকে সজ্জিত করছেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং D
2. C, D এবং E
3. B, C এবং D
4. A, C এবং E

নীচে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-র প্রথম সর্গে জানকীকে ‘পাবক-শিখা-রূপিণী’ বলে উল্লেখ করেছেন রাবণ।
B. ‘কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,/ কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?’ – এখানে বক্তা ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন যথাক্রমে ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণ।
C. ‘পর্বত-গৃহ ছাড়ি/ বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,/ কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?’ – এ-কথা বলেছিলেন প্রমীলা।
D. ‘কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,/ এ বঙ্গের অলঙ্কার।’ মন্তব্যটি আছে কাব্যের প্রথম সর্গে।
E. ‘কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা/ সীমন্তে; - এখানে সরমা সীতাকে সজ্জিত করছেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং D
2. C, D এবং E
3. B, C এবং D
4. A, C এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

114 19064

নীচে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' বইটি অনুসরণ করে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রিক পর্বের ছন্দোবন্ধে ঘনঘন পর্বযতি লোপের ফলে প্রায়শ আট মাত্রার যুক্তপর্বক পূর্ণপদ ও ছয়মাত্রার অনুরূপ অপূর্ণপদ দেখা যায়।' – এই অভিমত প্রবোধচন্দ্র সেনের।
B. পঙ্‌ক্তি বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়াগায় যুক্ত অক্ষর প্রকৃতপক্ষে এক-জোড়া অক্ষর। – কলাবৃত্ত রীতির বিশেষত্ব সম্বন্ধে এই অভিমত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের।
C. বাংলা ছন্দের তিন রীতির 'বিশেষত্ব ও পরস্পরের সহিত পার্থক্য – লয়ে, মাত্রা গুণিবার পদ্ধতিতে নয়।' – এই অভিমত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের।
D. 'অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।' – উদ্‌ধৃত মন্তব্যটি মোহিতলাল মজুমদারের।
E. "বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল উপহার' কবিতার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।" – উদ্‌ধৃত মন্তব্যটি তারাপ ভট্টাচার্যের।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

নীচে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' বইটি অনুসরণ করে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রিক পর্বের ছন্দোবন্ধে ঘনঘন পর্বযতি লোপের ফলে প্রায়শ আট মাত্রার যুক্তপর্বক পূর্ণপদ ও ছয়মাত্রার অনুরূপ অপূর্ণপদ দেখা যায়।' – এই অভিমত প্রবোধচন্দ্র সেনের।
B. পঙ্‌ক্তি বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়াগায় যুক্ত অক্ষর প্রকৃতপক্ষে এক-জোড়া অক্ষর। – কলাবৃত্ত রীতির বিশেষত্ব সম্বন্ধে এই অভিমত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের।
C. বাংলা ছন্দের তিন রীতির 'বিশেষত্ব ও পরস্পরের সহিত পার্থক্য – লয়ে, মাত্রা গুণিবার পদ্ধতিতে নয়।' – এই অভিমত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের।
D. 'অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।' – উদ্‌ধৃত মন্তব্যটি মোহিতলাল মজুমদারের।
E. "বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল উপহার' কবিতার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।" – উদ্‌ধৃত মন্তব্যটি তারাপ ভট্টাচার্যের।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, B এবং C
2. B, C এবং D
3. C, D এবং E
4. A, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

115 19065

রীতি সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের কয়েকজন তাত্ত্বিকের ধারণা বিষয়ে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. দণ্ডী দুটি রীতি 'বৈদর্ভী' ও 'গৌড়ী'-র উল্লেখ করেন।
B. বামন 'বৈদর্ভী' ও 'গৌড়ী'-র পাশাপাশি 'পাঞ্চালী'-র উল্লেখ করেন।
C. বামন 'পাঞ্চালী'-র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।
D. রুদ্রট রীতি হিসেবে 'লাটীয়া'-র উল্লেখ করেন।
E. জগন্নাথ 'লাটীয়া'-র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. B, D এবং E
3. A, B এবং D
4. C, D এবং E

রীতি সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের কয়েকজন তাত্ত্বিকের ধারণা বিষয়ে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. দণ্ডী দুটি রীতি 'বৈদর্ভী' ও 'গৌড়ী'-র উল্লেখ করেন।
B. বামন 'বৈদর্ভী' ও 'গৌড়ী'-র পাশাপাশি 'পাঞ্চালী'-র উল্লেখ করেন।
C. বামন 'পাঞ্চালী'-র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।
D. রুদ্রট রীতি হিসেবে 'লাটীয়া'-র উল্লেখ করেন।
E. জগন্নাথ 'লাটীয়া'-র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. A, C এবং D
2. B, D এবং E
3. A, B এবং D
4. C, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

116 19066

নীচে প্রথম তালিকায় বাংলা শব্দের বিভিন্ন শ্রেণি এবং দ্বিতীয় তালিকায় তাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	বিশেষ্য	I.	অমুক
B.	বিশেষণ	II.	উপরে
C.	অব্যয়	III.	পাঁচ
D.	সর্বনাম	IV.	সুড়সুড়ি

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B - IV, C- I, D - II
2. A - IV, B – I, C- II, D - III
3. A - III, B – II, C- IV, D - I
4. A - IV, B - III, C- II, D - I

নীচে প্রথম তালিকায় বাংলা শব্দের বিভিন্ন শ্রেণি এবং দ্বিতীয় তালিকায় তাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	বিশেষ্য	I.	অমুক
B.	বিশেষণ	II.	উপরে
C.	অব্যয়	III.	পাঁচ
D.	সর্বনাম	IV.	সুড়সুড়ি

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B - IV, C- I, D - II
2. A - IV, B – I, C- II, D - III
3. A - III, B – II, C- IV, D - I
4. A - IV, B - III, C- II, D - I

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

117 19067

নীচে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'পীঠমালা' অনুসরণে প্রথম তালিকায় পীঠনাম ও দেবীর নাম এবং দ্বিতীয় তালিকায় ভৈরবের নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	জ্বালামুখ, দেবী অম্বিকা	I.	মহোদর ভৈরব
B.	প্রভাস, দেবী চন্দ্রভাগা	II.	উন্মত্ত ভৈরব
C.	চট্টগ্রাম, দেবী ভবানী	III.	বক্রতুণ্ড ভৈরব
D.	মিথিলা, দেবী মহাদেবী	IV.	চন্দ্রশেখর ভৈরব

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - IV, B - I, C – II, D - III
2. A - II, B - III, C - IV, D - I
3. A - III, B - I, C - IV, D - II
4. A - III, B - IV, C - I, D - II

নীচে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'পীঠমালা' অনুসরণে প্রথম তালিকায় পীঠনাম ও দেবীর নাম এবং দ্বিতীয় তালিকায় ভৈরবের নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	জ্বালামুখ, দেবী অম্বিকা	I.	মহোদর ভৈরব
B.	প্রভাস, দেবী চন্দ্রভাগা	II.	উন্মত্ত ভৈরব
C.	চট্টগ্রাম, দেবী ভবানী	III.	বক্রতুণ্ড ভৈরব
D.	মিথিলা, দেবী মহাদেবী	IV.	চন্দ্রশেখর ভৈরব

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - IV, B - I, C – II, D - III
2. A - II, B - III, C - IV, D - I
3. A - III, B - I, C - IV, D - II
4. A - III, B - IV, C - I, D - II

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

118 19068

নীচে প্রথম তালিকায় পাঠ্য কবিতা থেকে কয়েকটি গাছ বা ফুল ইত্যাদির উল্লেখ এবং দ্বিতীয় তালিকায় কবিতার নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	হিজল বন	I.	ঘর
B.	জারুলের বেড়া	II.	ফুল ফুটুক না ফুটুক
C.	কাঠখোট্টা গাছ	III.	মহুয়ার দেশ
D.	দেবদারু	IV.	সিন্ধুসারস

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - IV, B - I, C - II, D - III
2. A - IV, B - II, C - I, D - III
3. A - II, B - III, C - IV, D - I
4. A - III, B - I, C - II, D - IV

নীচে প্রথম তালিকায় পাঠ্য কবিতা থেকে কয়েকটি গাছ বা ফুল ইত্যাদির উল্লেখ এবং দ্বিতীয় তালিকায় কবিতার নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	হিজল বন	I.	ঘর
B.	জারুলের বেড়া	II.	ফুল ফুটুক না ফুটুক
C.	কাঠখোট্টা গাছ	III.	মহুয়ার দেশ
D.	দেবদারু	IV.	সিন্ধুসারস

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - IV, B - I, C - II, D - III
2. A - IV, B - II, C - I, D - III
3. A - II, B - III, C - IV, D - I
4. A - III, B - I, C - II, D - IV

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

119 19069

নীচে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাস থেকে প্রথম তালিকায় কয়েকটি উক্তি এবং দ্বিতীয় তালিকায় বক্তার নাম দেওয়া হল:

	তালিকা ১		তালিকা ২
A.	আমি আর যাব না, তোমরা যাও।	I.	মণিকঙ্কণা
B.	আমি একাই যাই। মানুষগুলো কেমন, জানা দরকার।	II.	অনিরুদ্ধ
C.	কাল প্রত্যূষে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করব।	III.	অর্জুনদেব
D.	আমি যাচ্ছি, কাল এই সময় পৌঁছুতে পারব।	IV.	চতুর্ভুজ

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B – IV, C - I, D - II
2. A - II, B - IV, C - I, D - III
3. A - IV, B - I, C - II, D - III
4. A - III, B - IV, C - II, D - I

নীচে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাস থেকে প্রথম তালিকায় কয়েকটি উক্তি এবং দ্বিতীয় তালিকায় বক্তার নাম দেওয়া হল:

	তালিকা ১		তালিকা ২
A.	আমি আর যাব না, তোমরা যাও।	I.	মণিকঙ্কণা
B.	আমি একাই যাই। মানুষগুলো কেমন, জানা দরকার।	II.	অনিরুদ্ধ
C.	কাল প্রত্যূষে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করব।	III.	অর্জুনদেব
D.	আমি যাচ্ছি, কাল এই সময় পৌঁছুতে পারব।	IV.	চতুর্ভুজ

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B – IV, C - I, D - II
2. A - II, B - IV, C - I, D - III
3. A - IV, B - I, C - II, D - III
4. A - III, B - IV, C - II, D - I

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

120 19070

নীচে পাঠ্যগল্প অনুসরণে প্রথম তালিকায় কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় তালিকায় চরিত্রের নাম দেওয়া হল:

	তালিকা ১		তালিকা ২
A.	তার চেহারায় উদাসীন সৌন্দর্য আছে। দৃষ্টি ভাসা-ভাসা অনেক দূরে ঘোরে।	I.	মোতালেফ
B.	ধবধবে ফরসা গোলগাল মুখের ছাঁদ লোকটার।	II.	বাদশা
C.	চেহারাটি দিব্য, – রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁর কমনীয় মুখসৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিল।	III.	বাসুদেব
D.	চেহারাখানা তো বেমানান নয়... তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের আছে।	IV.	অন্নদাচরণ

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - IV, B - II, C - I, D - III
2. A - III, B - I, C - IV, D - II
3. A - II, B - III, C - IV, D - I
4. A - IV, B - I, C - II, D - III

নীচে পাঠ্যগল্প অনুসরণে প্রথম তালিকায় কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় তালিকায় চরিত্রের নাম দেওয়া হল:

	তালিকা ১		তালিকা ২
A.	তার চেহারায় উদাসীন সৌন্দর্য আছে। দৃষ্টি ভাসা-ভাসা অনেক দূরে ঘোরে।	I.	মোতালেফ
B.	ধবধবে ফরসা গোলগাল মুখের ছাঁদ লোকটার।	II.	বাদশা
C.	চেহারাটি দিব্য, – রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁর কমনীয় মুখসৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিল।	III.	বাসুদেব
D.	চেহারাখানা তো বেমানান নয়... তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের আছে।	IV.	অন্নদাচরণ

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - IV, B - II, C - I, D - III
2. A - III, B - I, C - IV, D - II
3. A - II, B - III, C - IV, D - I
4. A - IV, B - I, C - II, D - III

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

121 19071

নীচে প্রথম তালিকায় পাঠ্য প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি উদ্‌ধৃতি এবং দ্বিতীয় তালিকায় প্রবন্ধগুলির নাম দেওয়া হল:

	তালিকা ১		তালিকা ২
A.	মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে-সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকত।	I.	নিয়মের রাজত্ব
B.	সংস্কৃত অভিধান খুঁজিলে অভিযোগ শব্দে আর-এক অর্থ বুঝায়, নালিশ বুঝায় না।	II.	সাধু বনাম চলিত ভাষা
C.	এক সময়ে বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে, এবং আজকাল ইংরেজি শব্দের প্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।	III.	নূতন কথা গড়া
D.	ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ এই দুইটি বাদ দিয়া।	IV.	বাংলা ভাষা

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B - IV, C – II, D - I
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - III, B - IV, C - I, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

নীচে প্রথম তালিকায় পাঠ্য প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি উদ্‌ধৃতি এবং দ্বিতীয় তালিকায় প্রবন্ধগুলির নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে-সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকত।	I.	নিয়মের রাজত্ব
B.	সংস্কৃত অভিধান খুঁজিলে অভিযোগ শব্দে আর-এক অর্থ বুঝায়, নালিশ বুঝায় না।	II.	সাধু বনাম চলিত ভাষা
C.	এক সময়ে বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে, এবং আজকাল ইংরেজি শব্দের প্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।	III.	নূতন কথা গড়া
D.	ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ এই দুইটি বাদ দিয়া।	IV.	বাংলা ভাষা

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B - IV, C – II, D - I
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - III, B - IV, C - I, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

122 19072

নীচে 'জীবনস্মৃতি' অনুসরণে প্রথম তালিকায় কয়েকজন ব্যক্তির উল্লেখ এবং দ্বিতীয় তালিকায় তাঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	নীলকমল ঘোষাল	I.	তিনি উপরের ক্লাসে পড়াইতেন, তাঁহাকে আমি ভালো করিয়া জানিতাম না।
B.	লন্ডনের লাটিন শিক্ষক	II.	তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন।
C.	ফাদার হেনরি	III.	তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়
D.	ফাদার ডি পেনেরান্ডার	IV.	তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষ জন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত।

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - II, B – III, C – IV, D - I
2. A - IV, B - II, C - I, D - III
3. A - IV, B - III, C - I, D - II
4. A - III, B - II, C - IV, D - I

নীচে 'জীবনস্মৃতি' অনুসরণে প্রথম তালিকায় কয়েকজন ব্যক্তির উল্লেখ এবং দ্বিতীয় তালিকায় তাঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	নীলকমল ঘোষাল	I.	তিনি উপরের ক্লাসে পড়াইতেন, তাঁহাকে আমি ভালো করিয়া জানিতাম না।
B.	লন্ডনের লাটিন শিক্ষক	II.	তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন।
C.	ফাদার হেন্‌রি	III.	তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়।
D.	ফাদার ডি পেনেরান্ডার	IV.	তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষ জন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত।

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - II, B – III, C – IV, D - I
2. A - IV, B - II, C - I, D - III
3. A - IV, B - III, C - I, D - II
4. A - III, B - II, C - IV, D - I

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

123 19073

নীচে প্রথম তালিকায় কয়েকটি কাব্যাংশ এবং দ্বিতীয় তালিকায় কয়েকটি অলংকারের নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	সোনার বরন মুখটি যে তার অপূর্ব তার ছাঁদ, সে-মুখ দেখে লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে থাকে চাঁদ।	I.	ভ্রান্তিমান
B.	সেই মুখলাবণ্য অতীব সে নিরুপম, দেখে যদি ভাবো চাঁদ, তবে সেটা বিভ্রম।	II.	প্রতিবস্তূপমা
C.	মুগ্ধ হয়ে স্নিগ্ধ মুখের কোমল আলো দেখে – চাঁদের জ্যোতি ভেবে চকোর তাকায় অনিমিখে।	III.	ব্যতিরেক
D.	মুখখানি তার আলো ঝলমল ছড়ায় অরূপ আভা। চন্দ্রকিরণে আকাশ প্লাবিত উজ্জ্বল তার শোভা।	IV.	নিশ্চয়

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B - IV, C - I, D - II
2. A - II, B - I, C - III, D - IV
3. A - I, B - III, C - II, D - IV
4. A - III, B - I, C -IV, D - II

নীচে প্রথম তালিকায় কয়েকটি কাব্যাংশ এবং দ্বিতীয় তালিকায় কয়েকটি অলংকারের নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	সোনার বরন মুখটি যে তার অপূর্ব তার ছাঁদ, সে-মুখ দেখে লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে থাকে চাঁদ।	I.	ভ্রান্তিমান
B.	সেই মুখলাবণ্য অতীব সে নিরুপম, দেখে যদি ভাবো চাঁদ, তবে সেটা বিভ্রম।	II.	প্রতিবস্তূপমা
C.	মুগ্ধ হয়ে স্নিগ্ধ মুখের কোমল আলো দেখে – চাঁদের জ্যোতি ভেবে চকোর তাকায় অনিমিখে।	III.	ব্যতিরেক
D.	মুখখানি তার আলো ঝলমল ছড়ায় অরূপ আভা। চন্দ্রকিরণে আকাশ প্লাবিত উজ্জ্বল তার শোভা।	IV.	নিশ্চয়

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - III, B - IV, C - I, D - II
2. A - II, B - I, C - III, D - IV
3. A - I, B - III, C - II, D - IV
4. A - III, B - I, C -IV, D - II

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

124 19074

নীচে প্রথম তালিকায় কয়েকটি কবিতার অংশ এবং দ্বিতীয় তালিকায় মাত্রাসহ কয়েকটি ছন্দরীতির নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	অর্ধেক রাত্রির মুখে আলো এসে পড়ে, অর্ধেক নিজের কাছে স্তব্ধ হয়ে আছে –	I.	৮-১০ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত
B.	বহুদিন আমি আপস করতে চেয়েছি যৌবন তুমি আমার কষ্ট বোঝনি	II.	সপ্তমাত্রিক কলাবৃত্ত
C.	একটি বটগাছ প্রাচীন সনাতন তীব্র পুরুষের গন্ধ সারা গায়ে	III.	ষণ্মাত্রিক কলাবৃত্ত
D.	সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল	IV.	পয়ারবন্ধের (৮-৬ মাত্রার) মিশ্রবৃত্ত

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - II, B - I, C - IV, D - III
2. A - IV, B - III, C - I, D - II
3. A - III, B - IV, C - I, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

নীচে প্রথম তালিকায় কয়েকটি কবিতার অংশ এবং দ্বিতীয় তালিকায় মাত্রাসহ কয়েকটি ছন্দরীতির নাম দেওয়া হল:

	তালিকা ১		তালিকা ২
A.	অর্ধেক রাত্রির মুখে আলো এসে পড়ে, অর্ধেক নিজের কাছে স্তব্ধ হয়ে আছে –	I.	৮-১০ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত
B.	বহুদিন আমি আপস করতে চেয়েছি যৌবন তুমি আমার কষ্ট বোঝনি	II.	সপ্তমাত্রিক কলাবৃত্ত
C.	একটি বটগাছ প্রাচীন সনাতন তীব্র পুরুষের গন্ধ সারা গায়ে	III.	ষণ্মাত্রিক কলাবৃত্ত
D.	সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল	IV.	পয়ারবন্ধের (৮-৬ মাত্রার) মিশ্রবৃত্ত

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - II, B - I, C - IV, D - III
2. A - IV, B - III, C - I, D - II
3. A - III, B - IV, C - I, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

125 19075

নীচে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন ও 'জমীদার-দর্পণ' নাটক থেকে প্রথম তালিকায় কয়েকটি সংলাপ এবং দ্বিতীয় তালিকায় কয়েকটি চরিত্রের নাম দেওয়া হল:

	তালিকা ১		তালিকা ২
A.	জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা তা গেল মাটি চাপা!	I.	হরকামিনী
B.	এঁরাই আবার বড়লোক!সাহেবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে!	II.	নূরন্নেহার
C.	হায়, এই কলকেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই।	III.	আমিরণ
D.	জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এইরকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।	IV.	প্রসন্নময়ী

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - I, B - III, C - IV, D - II
2. A - III, B - IV, C - I, D - II
3. A – II, B - III, C - I, D - IV
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

নীচে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন ও 'জমীদার-দর্পণ' নাটক থেকে প্রথম তালিকায় কয়েকটি সংলাপ এবং দ্বিতীয় তালিকায় কয়েকটি চরিত্রের নাম দেওয়া হল:

তালিকা ১		তালিকা ২	
A.	জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা তা গেল মাটি চাপা!	I.	হরকামিনী
B.	এঁরাই আবার বড়লোক!সাহেবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে!	II.	নুরন্নেহার
C.	হায়, এই কলকেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই।	III.	আমিরণ
D.	জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এইরকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।	IV.	প্রসন্নময়ী

উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. A - I, B - III, C - IV, D - II
2. A - III, B - IV, C - I, D - II
3. A – II, B - III, C - I, D - IV
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

126 19076 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের 'চতুর্বিংশতি গুরুতত্ত্ব' অবলম্বনে কয়েকজন গুরুর নাম নীচে দেওয়া হল:

A. বক
B. হরিণী
C. কপোত
D. মৎস্য
E. পতঙ্গ

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. E, A, D, C, B
2. C, A, E, B, D
3. B, E, A, D, C
4. C, E, B, D, A

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের 'চতুর্বিংশতি গুরুতত্ত্ব' অবলম্বনে কয়েকজন গুরুর নাম নীচে দেওয়া হল:

A. বক
B. হরিণী
C. কপোত
D. মৎস্য
E. পতঙ্গ

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. E, A, D, C, B
2. C, A, E, B, D
3. B, E, A, D, C
4. C, E, B, D, A

		A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4

Objective Question

127	19077	নীচে 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে রাবণের কয়েকটি উক্তি দেওয়া হল: A. হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষি! কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে? B. দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি! অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি! C. রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা – এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে। D. ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে? E. রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে? বিলাপের কাল, দেবি চিরকাল পাব! প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল: 1. B,D,A,C,E 2. D,B,C,E,A 3. D,C,E,B,A 4. B,D,C,A,E নীচে 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে রাবণের কয়েকটি উক্তি দেওয়া হল: A. হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষি! কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে? B. দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি! অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি! C. রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা – এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে। D. ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে? E. রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে? বিলাপের কাল, দেবি চিরকাল পাব! প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল: 1. B,D,A,C,E 2. D,B,C,E,A 3. D,C,E,B,A 4. B,D,C,A,E A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4

Objective Question

128	19078	

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-ভুক্ত 'মাহেশের স্নানযাত্রা' অনুসরণে কয়েকটি গীত বা গীতাংশ নীচে দেওয়া হল:

A. হ্যার হ্যার শশধর অস্তাচলগত সখি, প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিন মুখী।
B. ভাসিয়ে প্রেম তরি হরি যাচ্চে যমুনায়। গোপীর কুলে থাকা হল দায়!
C. তখন কোথায় রবে বাড়ি, কোথায় রবে জুড়ি, তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দ্যায় ট্যাঁকে।
D. যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত, কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান।।
E. যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিনী কত দেখ্‌বি মজা রিষ্‌ড়ের ঘাটে শ্যামা বামা দোকানী।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, E, D, A, C
2. C, A, E, B, D
3. D, B, E, C, A
4. C, E, A, B, D

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-ভুক্ত 'মাহেশের স্নানযাত্রা' অনুসরণে কয়েকটি গীত বা গীতাংশ নীচে দেওয়া হল:

A. হ্যার হ্যার শশধর অস্তাচলগত সখি, প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিন মুখী।
B. ভাসিয়ে প্রেম তরি হরি যাচ্চে যমুনায়। গোপীর কুলে থাকা হল দায়!
C. তখন কোথায় রবে বাড়ি, কোথায় রবে জুড়ি, তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দ্যায় ট্যাঁকে।
D. যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত, কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান।।
E. যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিনী কত দেখ্‌বি মজা রিষ্‌ড়ের ঘাটে শ্যামা বামা দোকানী।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, E, D, A, C
2. C, A, E, B, D
3. D, B, E, C, A
4. C, E, A, B, D

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

129 19079

'উলট-পুরাণ' গল্পের 'দি লন্ডন ফগ হইতে উদ্‌ধৃত' অংশ থেকে কয়েকটি বাক্য নীচে দেওয়া হল:

A. তোমার সর্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে।
B. বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়।
C. তোমার ভাল ভাল গো-বংশ ভারতে নির্বাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ক্ষীর-ছানা ঘি খাইয়া নির্দ্বন্দ্বে মোটা হইতেছে।
D. ভারতের কার্পাসবস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়াছে।
E. তোমার ভেড়ার লোম ছাঁটাইমাত্রই পঞ্জাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বলরূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. D, E, B, C, A
2. B, E, D, C, A
3. C, D, E, B, A
4. E, D, C, B, A

'উলট-পুরাণ' গল্পের 'দি লন্ডন ফগ হইতে উদ্‌ধৃত' অংশ থেকে কয়েকটি বাক্য নীচে দেওয়া হল:

A. তোমার সর্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে।
B. বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়।
C. তোমার ভাল ভাল গো-বংশ ভারতে নির্বাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ক্ষীর-ছানা ঘি খাইয়া নির্দ্বন্দ্বে মোটা হইতেছে।
D. ভারতের কার্পাসবস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়াছে।
E. তোমার ভেড়ার লোম ছাঁটাইমাত্রই পঞ্জাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বলরূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. D, E, B, C, A
2. B, E, D, C, A
3. C, D, E, B, A
4. E, D, C, B, A

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

130 19080

নীচে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের কয়েকটি গানের অংশবিশেষ দেওয়া হল:

A. ... ডিঙ্গিতে চল্যেছে যতো নাবিকের দল।/ বিশ্রাম বিহীনে তারা হয়্যেছে বিকল।। /কোথাও নোঙ্গর নাই, দাঁড় নাহি থামে। / চাঁদ বলে 'বেয়ে চলো', এই কথা শোনে।।
B. ... যেন শ্যামের বামে চলে রাই বিনোদিনী গো।/ ও রাই বিনোদিনী গো – / বঙ্কিম ঠাটে চলে/ গজমোতি হার দোলে/ অনন্ত বাসরে চলে চিরসীমন্তিনী গো।।
C. ... যা কিছু সে শোনে শেখে/ যা কিছু সে চোখে দেখে/ যা কিছু পুঁথিতে প'ড়্যে – সদসৎ স্থির কর্য়া নিল, / তাই নিয়্যা/ পাড়ি দিয়্যা/ – এব ভয়ঙ্কর আন্ধারে পৌঁছালো।
D. ... (মানুষ) পরবাসী হয়্যা বাঁচে, ঘর মেলে না।। / ঘরের সন্ধানী তুমি ঘর পেলে না...।
E. ... ও চারুমতী কন্যা তুমি/ এসো মোর ঘরে/ দিনেতে ব্যঞ্জন রান্ধো/ রাত্রে রান্ধো মোরে ...

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. E, D, B, A, C
2. A, C, D, B, E
3. E, A, D, B, C
4. B, D, E, A, C

নীচে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের কয়েকটি গানের অংশবিশেষ দেওয়া হল:

A. ... ডিঙ্গিতে চল্যেছে যতো নাবিকের দল।/ বিশ্রাম বিহীনে তারা হয়্যেছে বিকল।। /কোথাও নোঙ্গর নাই, দাঁড় নাহি থামে। / চাঁদ বলে 'বেয়ে চলো', এই কথা শোনে।।
B. ... যেন শ্যামের বামে চলে রাই বিনোদিনী গো।/ ও রাই বিনোদিনী গো – / বঙ্কিম ঠাটে চলে/ গজমোতি হার দোলে/ অনন্ত বাসরে চলে চিরসীমন্তিনী গো।।
C. ... যা কিছু সে শোনে শেখে/ যা কিছু সে চোখে দেখে/ যা কিছু পুঁথিতে প'ড়্যে – সদসৎ স্থির কর্য়া নিল, / তাই নিয়্যা/ পাড়ি দিয়্যা/ – এব ভয়ঙ্কর আন্ধারে পৌঁছালো।
D. ... (মানুষ) পরবাসী হয়্যা বাঁচে, ঘর মেলে না।। / ঘরের সন্ধানী তুমি ঘর পেলে না...।
E. ... ও চারুমতী কন্যা তুমি/ এসো মোর ঘরে/ দিনেতে ব্যঞ্জন রান্ধো/ রাত্রে রান্ধো মোরে ...

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. E, D, B, A, C
2. A, C, D, B, E
3. E, A, D, B, C
4. B, D, E, A, C

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

131 19081

নীচে 'বড়বাজার' নিবন্ধের পাদটীকা থেকে নৈয়ায়িকদের কথিত চতুর্বিধ 'অভাব'-এর নামোল্লেখ করা হল:

A. অত্যন্তাভাব
B. প্রাগভাব
C. ধ্বংসভাব
D. অন্যোন্যাভাব

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, A, D, C
2. C, B, A, D
3. D, B, C, A
4. C, A, D, B

নীচে 'বড়বাজার' নিবন্ধের পাদটীকা থেকে নৈয়ায়িকদের কথিত চতুর্বিধ 'অভাব'-এর নামোল্লেখ করা হল:

A. অত্যন্তাভাব
B. প্রাগভাব
C. ধ্বংসভাব
D. অন্যোন্যাভাব

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, A, D, C
2. C, B, A, D
3. D, B, C, A
4. C, A, D, B

		A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4

Objective Question

132	19082	নীচে 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি অংশ দেওয়া হল: A. বাহিরের বিশ্ব ইহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে নানা ছাঁচে নানারকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে। B. হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ। C. কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। D. এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে। E. বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল: 1. A, D, B, C, E 2. D, A, B, E, C 3. A, E, D, B, C 4. B, C, A, E, D নীচে 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি অংশ দেওয়া হল: A. বাহিরের বিশ্ব ইহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে নানা ছাঁচে নানারকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে। B. হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ। C. কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। D. এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে। E. বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল: 1. A, D, B, C, E 2. D, A, B, E, C 3. A, E, D, B, C 4. B, C, A, E, D A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4

Objective Question

133	19083	

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস অনুসরণে কয়েকটি পরিচ্ছেদের শিরোলেখ নীচে দেওয়া হল:

A. অন্বেষণ
B. সরলা এবং সর্পী
C. অনাথিনী
D. এত দিনে সব ফুরাইল
E. মহাসমর

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. C, B, D, E, A
2. B, E, C, A, D
3. E, C, A, D, B
4. C, B, E, A, D

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস অনুসরণে কয়েকটি পরিচ্ছেদের শিরোলেখ নীচে দেওয়া হল:

A. অন্বেষণ
B. সরলা এবং সর্পী
C. অনাথিনী
D. এত দিনে সব ফুরাইল
E. মহাসমর

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. C, B, D, E, A
2. B, E, C, A, D
3. E, C, A, D, B
4. C, B, E, A, D

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

134 19084

'নবান্ন' নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তে কয়েকটি চরিত্রের সংলাপ নীচে দেওয়া হল:

A. ...পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষা-বিধানে লট্‌কে যাবে যে বাবা।
B. ...ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার! কঙ্কালের ছবির ব্যবসা!
C. ... বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।
D. কাজ নেই কাবালা করে। – মগরার বিলের জমি বেচে তো খেলে? ক'দিন গেল?
E. দুরুস্তরের পথ আঁকা বাঁকা, তোমরা চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও। তোমরা চলে যাও।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. D, A, E, B, C
2. B, D, A, E, C
3. C, E, D, A, B
4. D, B, A, E, C

'নবান্ন' নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তে কয়েকটি চরিত্রের সংলাপ নীচে দেওয়া হল:

A. ...পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষা-বিধানে লট্‌কে যাবে যে বাবা।
B. ...ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার! কঙ্কালের ছবির ব্যবসা!
C. ... বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।
D. কাজ নেই কাবালা করে। – মগরার বিলের জমি বেচে তো খেলে? ক'দিন গেল?
E. দুরুস্তরের পথ আঁকা বাঁকা, তোমরা চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও। তোমরা চলে যাও।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. D, A, E, B, C
2. B, D, A, E, C
3. C, E, D, A, B
4. D, B, A, E, C

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

135 19085

নীচে 'নিশীথে' গল্প থেকে কয়েকটি বাক্য বা বাক্যাংশ দেওয়া হল:

A. অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল।
B. গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল।
C. ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশ নির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল।
D. একদিন শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি।
E. অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, '... আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. A, B, E, C, D
2. E, A, C, B, D
3. B, E, D, C, A
4. B, C, A, D, E

নীচে 'নিশীথে' গল্প থেকে কয়েকটি বাক্য বা বাক্যাংশ দেওয়া হল:

A. অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল।
B. গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল।
C. ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশ নির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল।
D. একদিন শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি।
E. অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, '... আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের ঠিক বিকল্পটি হল:

1. A, B, E, C, D
2. E, A, C, B, D
3. B, E, D, C, A
4. B, C, A, D, E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

136 19086

'সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান।'
'মহুয়া পালা'র এই পঙ্‌ক্তি অবলম্বনে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটিকে মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টিকে যুক্তি বলা হল:
মন্তব্য: মহুয়া পালা চৈতন্য পরবর্তী কালের রচনা।
যুক্তি: কারণ, চৈতন্যর আগে কারো নাম নদের চাঁদ হতে পারে না।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা।
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ভুল।

'সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান।'
'মহুয়া পালা'র এই পঙ্‌ক্তি অবলম্বনে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটিকে মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টিকে যুক্তি বলা হল:
মন্তব্য: মহুয়া পালা চৈতন্য পরবর্তী কালের রচনা।
যুক্তি: কারণ, চৈতন্যর আগে কারো নাম নদের চাঁদ হতে পারে না।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা।
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ভুল।

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

137 19087

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাস অনুসরণে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল:
বিবৃতি ১: শশীর উপহার দেওয়া হারটি মতি একদিন খুঁজে পায়নি।
বিবৃতি ২: হার খুঁজে না পাওয়ায় মতি প্রথম সন্দেহ করে কুমুদকে, তারপর জয়াকে।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাস অনুসরণে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল:
বিবৃতি ১: শশীর উপহার দেওয়া হারটি মতি একদিন খুঁজে পায়নি।
বিবৃতি ২: হার খুঁজে না পাওয়ায় মতি প্রথম সন্দেহ করে কুমুদকে, তারপর জয়াকে।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

138 19088

নীচে ভাষা বিষয়ে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল:
বিবৃতি ১: মধ্য-ভারতীয় আর্যের দ্বিতীয় স্তরে স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেত এবং মহাপ্রাণ হলে ‘হ’ ধ্বনিতে পরিণত হত।
বিবৃতি ২: অনুনাসিকের প্রাচুর্য এবং নামধাতুর বাহুল্য ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

নীচে ভাষা বিষয়ে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল:
বিবৃতি ১: মধ্য-ভারতীয় আর্যের দ্বিতীয় স্তরে স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেত এবং মহাপ্রাণ হলে ‘হ’ ধ্বনিতে পরিণত হত।
বিবৃতি ২: অনুনাসিকের প্রাচুর্য এবং নামধাতুর বাহুল্য ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

139 19089

নীচে 'চাঁদ বণিকের পালা' অবলম্বনে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল:
বিবৃতি ১: সমুদ্র থেকে চাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর নরহরি তাকে বেণীনন্দনের পক্ষাবলম্বনের প্রস্তাব দেয়।
বিবৃতি ২: সমুদ্র থেকে চাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর করালী তাকে বেণীনন্দনের বিরুদ্ধপক্ষে যোগদানের প্রস্তাব দেয়।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

নীচে 'চাঁদ বণিকের পালা' অবলম্বনে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল:
বিবৃতি ১: সমুদ্র থেকে চাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর নরহরি তাকে বেণীনন্দনের পক্ষাবলম্বনের প্রস্তাব দেয়।
বিবৃতি ২: সমুদ্র থেকে চাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর করালী তাকে বেণীনন্দনের বিরুদ্ধপক্ষে যোগদানের প্রস্তাব দেয়।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

140 19090

নীচে 'উলট-পুরাণ' গল্প অনুসরণে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটিকে মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টিকে যুক্তি বলা হল:
মন্তব্য: সার ট্রিক্সি টার্নকোট প্রিন্স ভোমকে প্যান ইউরোপিয়ান লিবার্টি লিগের সভাপতিরূপে হাগ শহরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
যুক্তি: যেহেতু ব্রিটিশ মেষবংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকারের তরফে গঠিত কমিশনের প্রেসিডেন্টরূপে তার কামরূপ যাত্রা-সম্ভাবনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা।
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ভুল।

নীচে 'উলট-পুরাণ' গল্প অনুসরণে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটিকে মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টিকে যুক্তি বলা হল:
মন্তব্য: সার ট্রিক্সি টার্নকোট প্রিন্স ভোমকে প্যান ইউরোপিয়ান লিবার্টি লিগের সভাপতিরূপে হাগ শহরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
যুক্তি: যেহেতু ব্রিটিশ মেষবংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকারের তরফে গঠিত কমিশনের প্রেসিডেন্টরূপে তার কামরূপ যাত্রা-সম্ভাবনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।
উপরের দুটি বিবৃতির সাপেক্ষে নীচের সংকেতে ঠিক বিকল্পটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা।
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ভুল।

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

141 19091

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্ধৃত অংশ অনুসরণে 'বারোয়ারী' উপন্যাসটি লিখেছিলেন যে দুজন, তাঁরা হলেন :

1. নরেন্দ্র দেব ও হেমেন্দ্রকুমার রায়
2. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব
3. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়
4. নরেন্দ্র দেব ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে 'বারোয়ারী' উপন্যাসটি লিখেছিলেন যে দুজন, তাঁরা হলেন :

1. নরেন্দ্র দেব ও হেমেন্দ্রকুমার রায়
2. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব
3. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়
4. নরেন্দ্র দেব ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

A1 : 1
1
A2 : 2
2
A3 : 3
3
A4 : 4
4

Objective Question

142 19092

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে 'দিদিমণি' গল্প ও 'চিত্রবহা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল যে পত্রিকায়, তা হল :

1. ভারতী
2. শনিবারের চিঠি
3. কালি-কলম
4. কল্লোল

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্‌ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত। এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে 'দিদিমণি' গল্প ও 'চিত্রবহা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল যে পত্রিকায়, তা হল :

1. ভারতী
2. শনিবারের চিঠি
3. কালি-কলম
4. কল্লোল

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

143 19093

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'কালি-কলম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী'-র পরে
B. 'কালি-কলম' ও 'উত্তরা' দুটি পত্রিকার সঙ্গেই যোগ ছিল মোহিতলাল মজুমদারের
C. 'কল্লোল' পত্রিকায় গল্প লিখতেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
D. 'জাপানে'-র রচয়িতা নরেন্দ্র দেব
E. 'কালি-কলম' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন শিশির নিয়োগী

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ সেটি হল

1. A, B এবং C
2. A, C এবং E
3. B, C এবং D
4. B, D এবং E

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. 'কালি-কলম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী'-র পরে
B. 'কালি-কলম' ও 'উত্তরা' দুটি পত্রিকার সঙ্গেই যোগ ছিল মোহিতলাল মজুমদারের
C. 'কল্লোল' পত্রিকায় গল্প লিখতেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
D. 'জাপানে'-র রচয়িতা নরেন্দ্র দেব
E. 'কালি-কলম' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন শিশির নিয়োগী

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ সেটি হল

1. A, B এবং C
2. A, C এবং E
3. B, C এবং D
4. B, D এবং E

A1 : 1

1

A2: 2

2

A3: 3

3

A4: 4

4

Objective Question

144 19094

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।

এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।

মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।

এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে দুটি বিবৃতি নীচে দেওয়া হল:
বিবৃতি ১ : সাহিত্যের আধুনিক গোষ্ঠীর প্রতি প্রীতি ও সমর্থন ছিল সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিবৃতি ২ : 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' গল্পটির অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ঘটনাটিকে ভাগ্যের পরিহাস বলা যেতে পারে।
উপরের দুটি বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নীচের ঠিক উত্তরটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।

এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।

মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।

এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে দুটি বিবৃতি নীচে দেওয়া হল:
বিবৃতি ১ : সাহিত্যের আধুনিক গোষ্ঠীর প্রতি প্রীতি ও সমর্থন ছিল সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিবৃতি ২ : 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' গল্পটির অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ঘটনাটিকে ভাগ্যের পরিহাস বলা যেতে পারে।
উপরের দুটি বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নীচের ঠিক উত্তরটি হল:

1. উভয় বিবৃতিই ঠিক
2. বিবৃতি ১ ঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল
3. বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ ঠিক
4. উভয় বিবৃতিই ভুল

A1: 1

			1
		A2 :	2
			2
		A3 :	3
			3
		A4 :	4
			4

Objective Question

145 19095

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটি মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টি যুক্তি হিসেবে চিহ্নিত:
মন্তব্য : নরেন্দ্র দেবের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহৃদয় পক্ষপাত ছিল
যুক্তি: কেননা তাঁর গল্পের নায়কের মুখে Cousins are the best targets এর মতো আধুনিক সংলাপ শোনা যায়
প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য এবং যুক্তি উভয়ই ভুল

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
এ সময়কার সাহিত্যিক জগৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে 'ভারতী'র মতো গুরুগম্ভীর গোষ্ঠীর অনেকের এই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা বা সহানুভূতি ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব দু'জনে মিলে 'কল্লোলে' লেখেন একটি উপন্যাস – 'বারোয়ারী', হেমেন্দ্রকুমার রায় কবিতা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্প। এমনকী নরেন্দ্র দেবের মতো লোকের হাতে তাঁর গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে – Cousins are the best targets ।
মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র একজন হলেও 'কল্লোলে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। লিখেছেনও সেখানে। বাংলা সাহিত্যের এই অস্থিরতার মধ্যে হাজির হলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাপানে' লিখে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রীতি ও সমর্থন। 'কালি-কলম' বেরোলে পর, তার সঙ্গেও গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। 'কালি-কলমে'ই লিখলেন একটি অপূর্ব উপন্যাস –'চিত্রবহা'। লেখার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মাধুর্যে তুলনাহীন। কিন্তু এই 'চিত্রবহা'র বিরুদ্ধেই এলো অশ্লীলতার অভিযোগ। 'চিত্রবহা' ও নিরুপম গুপ্তের লেখা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র মতো অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলো, সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
এখানে একটু পরিহাস আছে। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'-র লেখকের নাম নিরুপম গুপ্ত । এটি ছদ্মনাম, আসল নাম মহেন্দ্র রায়। কাশী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দের গল্প 'দিদিমণি' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তিনি সম্পাদক মুরলীধরকে চিঠির পর চিঠি লিখে বিব্রত করতে শুরু করলে, মুরলীধর শেষ অবধি তাঁকে তাঁর সব বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখতে বলেন 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য। মহেন্দ্র রায় প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, একটা গল্পও লিখে পাঠালেন – 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'। সেই গল্পই আজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটি মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টি যুক্তি হিসেবে চিহ্নিত:
মন্তব্য : নরেন্দ্র দেবের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহৃদয় পক্ষপাত ছিল
যুক্তি: কেননা তাঁর গল্পের নায়কের মুখে Cousins are the best targets এর মতো আধুনিক সংলাপ শোনা যায়
প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য এবং যুক্তি উভয়ই ভুল

A1: 1

1

A2: 2

2

A3: 3

3

A4: 4

4

Objective Question

146 19096

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।

অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে উমা দেবীর উল্লেখ আছে যে-পত্রে, সেটি হল:

1. সীতা দেবীকে লেখা
2. নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা
3. সুনীতি দেবীকে লেখা
4. সাহানা দেবীকে লেখা

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।

অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে উমা দেবীর উল্লেখ আছে যে-পত্রে, সেটি হল:

1. সীতা দেবীকে লেখা
2. নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা
3. সুনীতি দেবীকে লেখা
4. সাহানা দেবীকে লেখা

		A1 :	1 1
		A2 :	2 2
		A3 :	3 3
		A4 :	4 4

Objective Question

147	19097	নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে। অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন। উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল: A. এখানে মোট চারজন বিদেশি ব্যক্তিত্বের উল্লেখ আছে। B. 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা উমা দেবী। C. প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি রয়েছে 'চিঠিপত্র'র অষ্টম খণ্ডে। D. 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা' ছাড়াও 'শরীরের অতীত অবস্থা'য় রবীন্দ্রনাথের অবিশ্বাস ছিল না। E. 'নিশীথে' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবীর সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়েছিল। প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল: 1. B, C এবং D 2. A, B এবং E 3. A, C এবং D 4. C, D এবং E

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. এখানে মোট চারজন বিদেশি ব্যক্তিত্বের উল্লেখ আছে।
B. 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা উমা দেবী।
C. প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি রয়েছে 'চিঠিপত্র'র অষ্টম খণ্ডে।
D. 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা' ছাড়াও 'শরীরের অতীত অবস্থা'য় রবীন্দ্রনাথের অবিশ্বাস ছিল না।
E. 'নিশীথে' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবীর সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়েছিল।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য শুদ্ধ, সেটি হল:

1. B, C এবং D
2. A, B এবং E
3. A, C এবং D
4. C, D এবং E

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

148 19098

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির নাম নীচে দেওয়া হল:

A. কঙ্কাল
B. মণিহারা
C. ক্ষুধিত পাষাণ
D. দুরাশা
E. জীবিত ও মৃত

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশে গল্পগুলির নাম যে ক্রমে এসেছে প্রদত্ত সংকেতে তার ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, A, D, E, C
2. C, A, E, D, B
3. E, C, B, A, D
4. A, E, C, B, D

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির নাম নীচে দেওয়া হল:

A. কঙ্কাল
B. মণিহারা
C. ক্ষুধিত পাষাণ
D. দুরাশা
E. জীবিত ও মৃত

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশে গল্পগুলির নাম যে ক্রমে এসেছে প্রদত্ত সংকেতে তার ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, A, D, E, C
2. C, A, E, D, B
3. E, C, B, A, D
4. A, E, C, B, D

A1:	1
	1
A2:	2
	2
A3:	3
	3
A4:	4
	4

Objective Question

149 19099

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।

অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে নীচে কয়েকটি নাম দেওয়া হল:

A. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
B. সত্যেন্দ্রনাথ
C. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
D. সাহানা দেবী
E. অজিতকুমার চক্রবর্তী

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশে নামগুলি যে-ক্রমে এসেছে, প্রদত্ত সংকেতে তার ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, E, A, D, C
2. B, A, D, E, C
3. C, B, E, A, D
4. E, A, C, D, B

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশ অনুসরণে নীচে কয়েকটি নাম দেওয়া হল:

A. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
B. সত্যেন্দ্রনাথ
C. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
D. সাহানা দেবী
E. অজিতকুমার চক্রবর্তী

উদ্‌ধৃত গদ্যাংশে নামগুলি যে-ক্রমে এসেছে, প্রদত্ত সংকেতে তার ঠিক বিকল্পটি হল:

1. B, E, A, D, C
2. B, A, D, E, C
3. C, B, E, A, D
4. E, A, C, D, B

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

A4 : 4

4

Objective Question

150 19100

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটি মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টি যুক্তি হিসেবে চিহ্নিত:
মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।
যুক্তি: কেননা অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর দুর্মর রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।
প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য এবং যুক্তি উভয়ই ভুল

নীচে একটি গদ্যাংশ দেওয়া হল। পরবর্তী প্রশ্নটি এই গদ্যাংশ অবলম্বনে উত্তর করতে হবে।
অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনী ও প্রিয়পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিলেতে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালা'র গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটা চিঠিতে (চিঠিপত্র ৮, ১৯৬৩) তাঁকে প্লানচেট্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। বুলা অর্থাৎ উমা দেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়াম শক্তি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই উমা দেবী ছিলেন 'বাতায়ন' কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুইরকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি 'এ শরীরের অতীত অবস্থা' । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই শরীরের অতীত অবস্থার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে লেখা অন্য একটি চিঠিরও বিষয়বস্তু এক – উমা দেবীর মিডিয়াম শক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রথমে এল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহাতীত সত্তা, তারপরে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সব শেষে সাহানা দেবী এবং বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসে মৈত্রেয়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।' 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আলাপীটিও শেক্সপিয়রের Hamlet-এর সংলাপ ভেঙে একই যুক্তি দিয়েছিল। স্টপফোর্ড ব্রুক ও অলিভার লজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই এডগার অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর মতো দুর্মর রোমান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে তিনি 'গল্পগুচ্ছ'র আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলি লিখতে পেরেছিলেন। 'কঙ্কাল' গল্পের জন্মকথা, যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উৎস যা সীতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণে রয়েছে, তা-ই এর প্রমাণ। এছাড়া যাঁর ভূতের গল্প শোনার আগ্রহে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কোচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। 'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে সুনীতি দেবার সঙ্গে পদচারণকালে মুখে মুখে তৈরি হয়। 'মণিহারা' গল্প ও 'মাস্টারমশাই' গল্পের প্রথমাংশও সুনীতিদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন।

উদ্‌ধৃত অংশ অনুসরণে নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল, যার প্রথমটি মন্তব্য এবং দ্বিতীয়টি যুক্তি হিসেবে চিহ্নিত:
মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল 'যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত।
যুক্তি: কেননা অ্যালান পো-এর Tales of Mystery and Imagination-এর দুর্মর রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।
প্রদত্ত সংকেতে ঠিক উত্তরটি হল:

1. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক এবং যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা
2. মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক কিন্তু যুক্তি মন্তব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়
3. মন্তব্যটি ঠিক কিন্তু যুক্তিটি ভুল
4. মন্তব্য এবং যুক্তি উভয়ই ভুল

A1 : 1

1

A2 : 2

2

A3 : 3

3

		A4 :	4 4